ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 October, 2023 ■ আগরতলা ১৫ অক্টোবর ২০২৩ ইং ■ ২৭ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

খুমুলুং-এ মথার সমাবেশে সাংমার হুঁশিয়ারি

জমি কেড়ে নেওয়া হলে চুপ থাকবো না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। জমি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হবে, এই ভয়ে কাবু হয়ে আছেন মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা। শুধু তাই নয়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি এবং আচারবিধি বদলানোর চেষ্টা হওয়ার আশঙ্কাও প্রকাশ করেন তিনি। এমনকি যুবা, মা ও বোনেদের ভবিষ্যত নষ্ট করার চেষ্টা মেনে নেওয়া হবে না, অনেকটা হুকার দিয়েই বলেন তিনি। তাই উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত জাতিগোষ্ঠীকে একজোট হওয়ার ডাক দিয়ে তাঁর দাবি, আমাদের রক্ষা অন্য কেউ নয় নিজেদেরকেই করতে হবে। শনিবার খুমুলুঙে তিপরা মথার জনসমাবেশে দাঁড়িয়ে তিপ্রাসাদের দাবির সর্মথনে আওয়াজ তুলেই থেমে থাকেননি মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী।

উত্তরপূর্বাঞ্চল নিয়ে তাঁর সমস্ত আশঙ্কা ব্যক্ত করার পাশাপাশি তা চুপচাপ মেনে নেওয়া হবে না বলেও হুশিয়ারি দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জিকরণ (এনআরসি) নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে রয়েছে। মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্ষমতার আগে অধিকার চাই প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। ক্ষমতার আগে অধিকার চায়। এই আন্দোলন কাউকে মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বানানোর লড়াই নয়। এই লড়াই ১৫ লক্ষ তিপ্রাসাদের অধিকারের আন্দোলন। আজ খুমুলুঙে তিপরা মথার জনসমাবেশে দাঁড়িয়ে দলীয় কর্মীদের মনে করালেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দের্ববমন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী সহ আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মহালয়ার ভোরে খোয়াই পহরমুড়া এলাকায় এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ড্রাগস, হেরোইন, নগদ ৫১ হাজার ৮১০ টাকা সহ একজন পুরুষ এবং একজন মহিলাকে গ্রেফতার করে খোয়াই থানার পুলিশ।

খোয়াই মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এ বিষয়ে জানান, সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে পুলিশ প্রহর মরার ওই বাড়িতে হানা দেয়। হানা দিয়ে যথারীতি সাফল্য পায় পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে বেশ কিছুদিন ধরেই বাড়ির মালিক বাড়িতে নেশা জাতীয় সামগ্রী মজুদ রেখে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুরু হল ইয়ার্ডের লোডিং আনলোডিং-র কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। আজ থেকে শুরু হয়েছে নাগিছড়াস্থিত মাছ পরিবহণ ইয়ার্ডের মাছ লোডিং আনলোডিং-এর কাজ। এইদিন সকালে নাগিছড়াস্থিত মাছ পরিবহণ ইয়ার্ডে লোডিং-আনলোডিং-এর সুচনা করেছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। তাছাড়া এদিন উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের সহকারী কমিশনার সহ অন্যান্যরা। এদিন নিগমের মেয়র দীপক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৬৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস

জিবি হাসপাতাল এখন মানুষের কাছে আস্থার জায়গা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। জনগণকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। ইতিহাস না জানলে সামনের দিকে যাওয়া যায় না। আমরা অতীত ও বর্তমানকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় জিবিপি হাসপাতাল হচ্ছে আস্থার জায়গা। মানুষ নার্সিং হোমে গেলেও জিবিপি হাসপাতালকেই আস্থার জায়গা হিসাবে মনে করেন। আজ দুপুরে জিবিপি হাসপাতালের ৬৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জিবিপি হাসপাতালের ৫টি নতুন পরিষেবার ফলক উন্মোচন করেন। মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে যে পাঁচটি পরিষেবা চালু হয়েছে সেগুলি হল নবনির্মিত সুপার স্পেশালিটি ব্লক, জেরিয়াট্রিক ওয়ার্ড, মহিলা মেডিসিন ওয়ার্ড-২, নতুনভাবে সংস্কার করা পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ড এবং সম্প্রসারিত ডায়ালেসিস ইউনিট।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ জিবিপি হাসপাতালের কে এল এস অডিটোরিয়ামে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব সন্দীপ এস রাঠোর ও অন্যান্য অতিথিগণ। জিবিপি হাসপাতালের অতীত দিনগুলির স্মৃতিচারণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনগণকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। এবারের বাজেটেও স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামোর উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, দেশের বৃহত্তম স্বাস্থ্য যোজনা আয়ুষ্মান ভারত যোজনার মতো ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা চালু করা হয়েছে। এই যোজনায় দ্রুত কার্ড প্রদানের জন্য দপ্তরকে নির্দেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৪ অক্টোবর।। ভাগ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের দেড় কিলোমিটার রাস্তা বেহাল দশা। একাধিকবার এবিষয়ে যোগাযোগ করা হলে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না. তাই বাধ্য হয়ে র্মনগর কদমতলা মূল সড়কের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উৎসবের মেজাজে মহালয়া

ঘরে ঘরে ধ্বনিত হল আগমনীর বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। শনিবার ছিলো মহালয়া। পিতৃপক্ষের অবসানের মধ্য দিয়ে দেবীপক্ষের সূচনা হয়েছে। ঘরে ঘরে ধ্বনিত হচ্ছে দেবীর আগমনী বার্তা। এদিন পূর্বপুরুষদের শান্তি কামনায় তর্পণের রীতি রয়েছে। সেই অনুযায়ী ভোরের আলো ফুটতেই মানুষ কাতারে কাতারে নদী কিংবা দীঘির ঘাটে পিতৃপুরুষের তর্পণের জন্য হাজির হয়েছেন। এই চিত্র প্রতিবছরের ন্যায় এবছর ও দেখা গেছে। তেমনি উৎসবে মাতোয়ারা উৎসাহী মানুষের ঢলও মহালয়ার ভোরে রাজপথে আছড়ে পড়েছে। সারারাজ্যেই উৎসবের ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। এদিন আগরতলার লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী দীঘি সহ শহরের বিভিন্ন সানে জলাশয়ে পিতৃতর্পণের জন্য প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে। তাছাড়া আজ লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী সংলগ্ন এলাকায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে ভোর চারটা থেকে চণ্ডীপাঠ শুরু করা হয়েছিল। এদিন চণ্ডীপাঠ শুনতে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর রত্না দত্ত সহ সানীয় মানুষ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১৪ ▫১৫ অক্টোবর ২০২৩ ইং▫ ২৭ আশ্বিন ▫ রবিবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

দত্তক নেওয়ার আইনি প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা

নানা কারণে আমাদের দেশে অনাথ শিশুর সংখ্যা বাড়িতেছে। একাংশ অনাথ শিশুকে অনাথ আশ্রমে রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইলেও বহু সংখ্যক শিশু অনাদরে অবহেলায় ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ধাবিত হইতেছে। আবার অনেক দম্পত্তির সন্তান না থাকে বার কারণে ওইসব অনাথ শিশুদের দত্তক নেয়া লালন-পালন করিতে চান। কিন্তু তত্ত্বক নিতে হইলে আইনে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া শিশুকে দত্তক নিতে হয়। এক্ষেত্রে নানা জটিলতায় দত্তক নেওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এদেশে অনাথ শিশুর সংখ্যা ৩ কোটিরও বেশি। সেখানে বছরে দত্তক নেওয়া হয় মাত্র ৪ হাজার শিশুকে। বহু দম্পতিকেই দত্তক নেওয়ার জন্য আবেদন করিয়া কোর্টেও দীর্ঘ প্রতীক্ষা করিতে হয়। এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হইয়াছিল এই দীর্ঘসূত্রিতার অভিযোগ জানাইয়া। সেই আবেদন সাড়া দিল শীর্ষ আদালত। দত্তক নেওয়া সংক্রান্ত আইনি প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করিতে নির্দেশ দিল মোদি সরকারকে।বিষয়টি নিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে সুপ্রিম কোর্ট। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘টেম্পল অফ হিলিং’-এর প্রতিষ্ঠাতা পীযূষ সাক্সেনার আবেদনের ভিত্তিতে শীর্ষ আদালত কেন্দ্রের কাছে প্রশ্ন রাখিয়াছে, কেন এই দত্তক নেওয়ার প্রক্রিয়াকে আরও সরল করা হয়নি। শিশু দত্তক নেওয়ার বিষয়টিকে ‘মানবিক বিষয়’ বলিয়া উল্লেখ করিয়া সুপ্রিম কোর্ট জানাইয়াছে, বহু শিশু একটা উন্নততর জীবনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে।প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূরের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানাইয়াছে , ”দত্তক নেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিলম্ব করা হইতেছে। দম্পতিদের তিন থেকে চার বছর অপেক্ষা করিতে হইতেছে। আমরা কেন দত্তক নেওয়ার বিষয়টিতে বিলম্ব করিতেছি? কেন সেন্ট্রাল অ্যাডপটেশন রিসোর্স অথোরিটি এই ব্যাপারে কিছু করিতেছে না?” দত্তক নেওয়ার প্রক্রিয়ার এই জটিলতা ও বিলম্বের ত্রুটির দিকগুলি চিহ্নিত করিয়া একটি রিপোর্ট দেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়াছে সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করিয়া দত্তক নেওয়ার পদ্ধতি সরলীকরণ করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিলে বহু সংখ্যক অনাথ শিশুর ভবিষ্যৎ আলোকিত হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। অপরদিকে বহু নিঃসন্তান দম্পতি তাহাদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে সক্ষম হইবে।

স্পিকার পদে আমেরিকান রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী জিম জর্ডান

ওয়াশিংটন, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : মার্কিন রিপাবলিকান পার্টি হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভের স্পিকার পদের জন্য রক্ষণশীল কট্টরপন্থী জিম জর্ডানকে তাদের প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করেছে।

প্রসঙ্গত, মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ দশম দিনেও কাজ করতে পারেনি। গণমাধ্যমের খবরে এ তথ্য জানানো হয়েছে। মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, জর্জিয়ার সাংসদ অস্টিন স্কটের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন জিম জর্ডান। জিম জর্ডান প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুমোদন পেয়েছেন। ঘনিষ্ঠ মিত্র জিম জর্ডানকে হাউস অফ রেপ্রেজেন্টিটিভসের স্পিকার পদের জন্য সমর্থন জানিয়েছেন ট্রাম্প।বৃহস্পতিবার রাতে একটি পোস্টে ট্রাম্প বলেন, জর্ডান হাউযের একজন দারুণ স্পিকার হবেন এবং তার প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন আছে।’

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯১ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমাগত বাড়ছে অপরিশোধিত তেলের দাম। গত ২৪ ঘন্টায়, ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৯১ ডলারে এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৮ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শনিবার প্রতি লিটারে রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোল ছিল ৯৬.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৯.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৬.৩১ টাকা, ডিজেল ৯৪.২৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা, ডিজেল ৯২.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০২.৬৩ টাকা, ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৪ দরে পাওয়া যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে, ব্রেন্ট ক্রুড সপ্তাহের প্রথম শেষ দিনে শুরুর লেনদেনে ব্যারেল প্রতি ৪.৮৯ বা ৫.৬৯ শতাংশ থেকে লাফিয়ে ৯০.৮৯ ডলারে পৌঁছেছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত প্রতি ব্যারেল ৪.৭৮ বা ৫.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ৮৭.৬৯ ডলারে স্থিতিশীল রয়েছে।

সিমলায় খাদে গাড়ি পড়ে মৃত্যু একজনের, আহত তিন

সিমলা, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : হিমাচল প্রদেশের সিমলা জেলার চিরগাঁও থানা এলাকায় একটি গাড়ি খাদে পড়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় এক মহিলাসহ তিনজন আহত হয়েছেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় রোহাল এলাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

পুলিশ জানিয়েছে, রোহল স্কুলের কর্মীরা গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছিলেন। স্কুলের দুই শিক্ষক, একজন কর্মচারী এবং একজন স্থানীয় ব্যক্তি গাড়িতে ছিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। স্থানীয় লোকজনসহ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের খাদে থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। একজনকে শিক্ষককে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। নিহতের নাম হংস রাজ (৫৫)। তিনি চিরগাঁওয়ের বাসিন্দা। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন চিরগাঁওয়ের বাসিন্দা বিহারী লাল (৪৮), হিঙ্গোরির বাসিন্দা প্রমিলা (৪১)ও চিচওয়াড়ির বাসিন্দা রবীন্দ্র (৪১)। ডিএসপি রোহরু চমন কুমার দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। শনিবার তিনি জানান, দেহ ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে। আহত সবাই চিকিৎসাধীন এবং তাদের অবস্থা আশঙ্কামুক্ত।

হাস্য কৌতুকে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ

জোবায়ের আলী জুয়েল

রবীন্দ্রনাথের রসবোধ ছিল অতি উচ্চমানের। রবীন্দ্রনাথ হাস্য কৌতুক খুব ভালোবাসতেন। সাহিত্যের একটা বিশাল জায়গা জুড়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাস্য-কৌতুক। শুধু সাহিত্যেই বা বলি কেন? ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনে আলাপ আলোচনায়ও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন হাস্য রসের নিপুন কারিগর। রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধি দিপ্ত কৌতুক ছিল অতি উচ্চমানের। তিনি শুধু কবি সসাট ছিলেন না, ছিলেন হাস্য রস-সসাটও। সেটা সাহিত্যে যেমন, ব্যক্তি জীবনেও তেমনি। তবে রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ ও হাস্য রস ছিল মার্জিত, সুক্ষভ, সহজ-সরল আনন্দ। এই প্রবন্ধে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের প্রায় অর্ধ শতাধিক হাস্য কৌতুক তুলে ধরা হলো-

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সে আমলে একজন বিখ্যাত নামকরা সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। তাঁর নাকের নিচে গোঁফ জোড়াটি ছিল বিরাট বড় ও সুন্দর। প্রচুর ভক্ত শ্রোতা, খুব নাম ডাক তাঁর। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতেই একবার বসেছে তাঁর বিখ্যাত গানের জলসা। রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন সেই আসরে তাঁর একজন ভক্ত শ্রোতা হিসেবে। গোপেশ্বর বাবু গান শুরু করলেন। এবার শ্রোতারা ধরলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একখানা গান গাইতে হবে। তা’ না হলে তাঁর নিস্তার নেই। কবি অগত্যা রাজী হলেন, হাসি মুখে বলতে লাগলেন- গোপেশ্বরের পর কি এবার দাড়িশ্বরের পালা?

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তি নিকেতনে অবপ্প’ান করছিলেন। কি ব্যাপারে যেন একটা সভা বসেছে শান্তি নিকেতনে। সভার শুরুতে যে ঘরটিতে সভা বসেছে তাঁর সমন্ধে কেউ কেউ আলাপ করছিলেন ঘরটি বেশ জাঁক জমক ও সুন্দর। রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ বল উঠলেন এ ঘরটিতে একটা বাঁ-দোর আছে। কবির কথা শুনে ঘর শুদ্ধ লোক একেবারে হতবাক, এ’ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অবপ্প’া দেখে মুচকি হেসে ফেললেন। বললেন, বাঁদর নয়, আমি বাঁ-দোরের কথা বলছি। দেখছো না ঘরটির ডান দিকে একটা দরজা ও বাঁ দিকেও একটা দরজা রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ এক গ্রামে গেছেন বেড়াতে। আপ্যায়নের মহা আয়োজন। খাওয়ার দাওয়াত পড়লো এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। বহু আইটেম দিয়ে গৃহস্বামী খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। কবি বসলেন খেতে। সঙ্গে আছেন শান্তি নিকেতনের ক্ষিতি মোহন সেন শাস্ত্রী। গৃহস্বামী নিজে পরিবেশন করছেন। শাস্ত্রী মশাই ডিম খেতে গিয়েই বুঝলেন ডিমটা পচাঁ। কী করবেন আড় চোখে দেখছিলেন কবি কী করেন। কবিও ডিমটা পচাঁ বলে বুঝলেন। বুঝেও তিনি ডিমটা ভাতের সঙ্গে মুখে দিয়ে দিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় পড়লেন মহা বিপদে, পচাঁ ডিম তিনি খাবেন কি করে? গুরুর দেখা দেখি অগত্যা ওই পচাঁ ডিমটাই তাকে গিলতে হলো। কিন্তু তাঁর পেট টা তৎক্ষণাৎ প্রমাদ গনলো। সেই পচাঁ ডিমটা একমূহূর্তও সহ্য করলোনা, শাস্ত্রী মশাই সঙ্গে সঙ্গেই করলেন বমি। পরবর্তীতে সুযোগ পেয়ে কবিকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এই পচাঁ ডিমটা হজম করলেন কী করে? আমি তো খেয়েই বমি। রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন- “আমি তো পচাঁ ডিম খাই নি তাই বমিও করিনি”। শাস্ত্রী মশাই অবাক হয়ে বললেন সে’ কী কথা, আমি স্বচক্ষে দেখলুম ডিমটা আপনি মুখে দিলেন। কবি উত্তরে বললেন- “আমিও কি সেই ডিম খেয়েছি নাকি? আমি আমার সাদা দাড়ির ভেতর দিয়ে ডিম চাপকানের মধ্যে চালান করে দিয়েছি। এখন মানে মানে বাড়ী ফিরতে পারলেই বাঁচি।”

এক সাহিত্য সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন, সেই সভায় সাহিত্যিক বনফুল অর্থাৎ বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় ও উপস্থিত ছিলেন। সেই সাহিত্য আসরে বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় একটি অসম্ভব ভাল বক্তৃতা দিলেন। সভায় উপি’ত সবাই তাঁর বক্তৃতার খুব প্রশংসা করতে লাগলো। রবীন্দ্রনাথ তখন বললেন- “বলাই তো ভাল বক্তৃতা দেবেই কারণ বলাই তো ওর কাজ।

একবার এক বৈজ্ঞানিকের পুত্র কবির (রবীন্দ্রনাথ) সাথে দেখা করতে আসেন। ছেলেটি ছিল মস্তিষ্ক বিকৃত। কবির কাছে সে বায়না ধরলো কবি কে “হাপু” গান শোনাবে। কবি ধৈর্য্য ধরেই ছেলেটির গান শুনলেন। গান গেয়ে ছেলেটি বিদায় নিলে কবি বললেন গানই বটে একেবারে মেশিন গান।

রবীন্দ্রনাথ তখন অস্তাচলে প্রায় শেষ শয্যায়। একদিন রবীন্দ্রনাথের ভক্ত সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁর স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে অসুস্থ রবীন্দ্রনাথকে বললেন “আমরা আপনার শতবার্ষিকী করবো”। রবীন্দ্রনাথ উত্তরে বললেন শতবার্ষিকী মানে তা’ মাত্র পঁচিশ টাকা। ওতে আমার কোনও মোহ নাই। কিন্তু শত বার্ষিকী মানে পঁচিশ টাকা কেন? হাসির রাজা শিবরাম চক্রবর্তীর স্টাইলে রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন শত বার্ষিকী মানে শতবারসিকি মানে পঁচিশ টাকা তাই তো?

শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করতে এসেছিল ক্ষিতি মোহন সেন। অধ্যাপনায় মন লাগাতে না পেরে ভাবলেন অধ্যাপনা ছেড়ে কবিরাজী করবেন। বৈদ্যের ছেলে অতএব বাবার ব্যবসাই করবেন। রবীন্দ্রনাথ তখন ইউরোপে প্রবাসে। কবির অনুপস্থিতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। তিনি কবির জন্য আগমনের অপেক্ষায় রইলেন। যথা সময়ে কবি ইউরোপ থেকে ফিরে এলেন। এসেই তিনি শান্তিনিকেতনের অন্য এক অধ্যাপকের কাছে শুনতে পেলেন, ক্ষিতি মোহন বাবু অধ্যাপনা ছেড়ে কবিরাজী করবেন। শুনে তা কবি বিস্ময়ে হতবাক। কবি তৎক্ষণাৎ ক্ষিতি মোহন বাবুকে ডেকে পাঠালেন। কবির মনোভাব বুঝতে পেরে ক্ষিতি মোহন বাবু চিন্তায় পড়লেন। তিনি কবির কাছে এসে উপি’ত হলেন কবি তাঁকে বললেন “আপনি নাকি অধ্যাপনা ছেড়ে কবিরাজী করবেন বলে স্থির করেছেন? কবির এ কথার উত্তরে ক্ষিতি মোহন বাবু এবার হাসতে হাসতে বললেন কি আর করি, কবি যেখানে রাজি নন। “কবিরাজী” আর সেখানে কী করা হয়।

চারু চন্দ্র বন্ধোপাধ্যায় তখন বিখ্যাত “প্রবাসী” পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। তিনি শিলাইদহ গেছেন রবীন্দ্রনাথের লেখা আনতে। রবীন্দ্রনাথ তখন রয়েছেন পদ্মার ওপরে বজরায়। নদীর ঘাট অবধি একটা তক্তার সাকোঁ বজরা অবধি পেতে দেয়া আছে। পা, টিপে টিপে সেই তক্তা ধরে চারু চন্দ্র নৌকায় উঠে আসছেন। বজরার ছাদ থেকে রবীন্দ্রানাথ সাবধান করলেন চারু, সাবধানে পা ফেলো। এ জোড়া সাঁকো নয়।

সাহিত্যিক বনফুলের ছোটভাই একবার কবির (রবীন্দ্রনাথ) সঙ্গে দেখা করার জন্য শান্তি নিকেতনে আসেন। কবি তখন কানে ভাল শুনতে পান না। কবির সেক্রেটারী অনিল কুমার তাই তাকে বলে দিলেন কবির সাথে একটু জোরে কথা বলতে। কবি এখন কানে ভালো শুনতে পান না। কবিকে বলা হলো- ইনি সাহিত্যিক বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই। কবি তৎক্ষণাৎ ঠাট্টা করে বললেন তুমি বলাই এর ভাই কানাই নাকি? ভদ্রলোক কবির সেক্রেটারীর পূর্ব নির্দেশ মোতাবেক চেঁচিয়ে বললেন না আমি অরবিন্দ। কবি এক গাল হেসে বললেন “কানাই নয় এ দেখছি একেবারে সানাই”।

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তখন শান্তিনিকেতনের অধ্যক্ষ। এক বিকেলে তিনি বগলে কয়েকটি বই নিয়ে একমনে বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখে ডাকলেন, “ওহে বৈবাহিক”, শোন শোন। প্রভাত কুমারকে তাঁর বন্ধুরা রসিকতা করে ‘বৈবাহিক” বলতেন। কিন্তু গুরুদেবের মুখে সেই রসিকতা শুনে তিনি খুব অবাক হলেন। বললেন, গুরুদেব আপনিও বলছেন। রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, আরে না না, ‘বৈবাহিক নয়”, তোমায় আমি ডেকেছি “বই-বাহিক বলে”। একবার রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজি একসঙ্গে বসে সকালের নাশতা করছিলেন। গান্ধীজি সকালের নাস্তায় লুচি পছন্দ করতেন না, তাই তাঁকে ওটসের পরিজ খেতে দেওয়া হয়েছিল আর রবীন্দ্রনাথ খাছিলেন গরম গরম লুচি। গান্ধীজি তাই না দেখে বলে উঠলেন “গুরুদেব তুমি জানো না যে তুমি বিষ খাচ্ছ”। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন- “বিষই হবে” তবে এর অ্যাকশন খুব ধীরে। কারণ আমি বিগত ৬০ বছর যাবৎ এই বিষ খাচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথের একটা অভ্যাস ছিল, যখনই তিনি কোনো নাটক বা উপন্যাস লিখতেন সেটা প্রথম দফা শান্তিনিকেতনে গুণিজন সমাবেশে পড়ে শোনাতেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রায়ই এ রকম পাঠের আসরে যোগদান করতেন। তা’ একবার আসরে যোগদান কালে বাইরে জুতা রেখে আসায় সেটা চুরি হয়ে গেল। অতঃপর তিনি জুতা জোড়া কাগজে মুড়ে বগল দাবা করে আসরে আসতে শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথ এটা টের পেয়ে গেলেন। তাই একদিন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে এভাবে আসরে প্রবেশ করতে দেখে তিনি বলে উঠলেন- “শরৎ তোমার বগলে ওটা কি “পাদুকা-পুরাণ”? এ নিয়ে

একবার বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এক সদ্য বিলেত ফেরত বন্ধু তাঁর সাথে দেখা করতে এলে দেখেন টেবিলে একগ্লাস সবুজ রঙের পানীয়। তিনি ধারণা করেন কবি বুঝি নতুন কোন ব্রান্ডের পানীয় পান করছেন। তিনি কবির দিকে তাকালে কবি জিজ্ঞেস করেন “চলবে নাকি”? ভদ্রলোক কাল বিলম্ব না করে সম্মতি জানান।

সেদিন প্রচন্ড হাসাহাসি হয়েছিল। একবার রবীন্দ্রনাথ এক অ-বাঙালি মেয়ে দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে মেয়েটির সম্বন্ধ ঠিক করার জন্য, এর পরের ঘটনার কথা রবীন্দ্রনাথের মুখেই শোনা যাক। “মেয়ের বাবা অনেক পয়সা-কড়ির মালিক। বাসায় যাবার পর, দুটো অল্প বয়সী মেয়ে এসে উপস্থিত হলো। একটি মেয়ে নেহাৎ সাধাসিধে, জড়ভরতের মতো এক কোণে বসে রইল এবং অন্যটি যেমন সুন্দরী তেমনি স্মার্ট। কোন জড়তা নেই। শুদ্ধ উচ্চারণে ইংরেজীতে কথা বলছে। ওর সঙ্গে কথা হলো। আমাদের পিয়ানো বাজিয়ে শোনালো। আমি মুগ্ধ, বিস্মিত। মনে মনে ভাবছি, সত্যিই কি আমি ওকে পাব। ভাবনায় ছেদ পড়লো। বাড়ির কর্তা তখন ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকেই তিনি মেয়েদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সুন্দরী, স্মার্ট মেয়েটিকে দেখিয়ে তিনি বললেন- ঐব রং সু রিভব। আর জড় ভরতটিকে দেখিয়ে বললেন- ঐবৎব রং সু ফধঁমযঃবৎ। আমি তো শুনে “থ” হয়ে গেলাম। যা হোক বিয়ে হলে মন্দ হতো না। সাত লাখ টাকা পাওয়া যেত। বিশ্বভারতীর কাজে ব্যয় করতে পারতাম। তবে শুনেছি মেয়েটি নাকি বিয়ের দু’বছর পরই বিধবা হয়। হাস্যরসিক রবীন্দ্রনাথ পরে বন্ধু বান্ধবদের বলতেন- ঐ বিবাহটি না হয়ে ভালোই হয়েছিল, আমার স্ত্রী বিধবা হলে আমার যে তখন প্রাণ রাখাই মুশকিল হয়ে যেত। জমিদারী ভোগের তো প্রশ্নই উঠে না”।

রবীন্দ্রনাথ কুলি পিঠে খেতে খুব ভাল বাসতেন। খুলনা দক্ষিণ ডিহির মৃণালিনী দেবী বানাতেন ও খুব নরম করে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর শান্তি নিকেতনের এক গৃহিনী তা জেনে নিজেই কিছু কুলি পিঠে বানিয়ে নিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। খেতে দেন কবি গুরুকে। খাওয়া শেষে মহিলা জিজ্ঞেস করলেন- “পিঠা কেমন লাগলো কবিগুরু”?

রবীন্দ্রনাথ মুচকি হেসে বললেন-
লৌহ কঠিন, প্রস্তর কঠিন
আর কঠিন ইস্টক,
তাহার অধিক কঠিন কন্যা
তোমার হাতের পিস্টক।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে একবার রবীন্দ্রনাথের “বিসর্জন” নাটকে মহড়া চলছিল। নাটকে রঘুপতি সেজেছিলেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর জয়সিংহের ভূমিকায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। একটা দৃশ্য ছিল এমন জয়সিংহের মৃতদেহের ওপর আছড়ে পড়বে শোক বিহ্বল রঘুপতি। দৃশ্যটার মহড়া চলছিল বার বার। দীনেন্দ্রনাথ বাবু ছিলেন কিছুটা স্থূলকায়। বার বার তাঁর ভার বহন করা কবি গুরুর জন্য কঠিন হয়ে পড়ছিল। একবার দীনেন্দ্রনাথ একটু বেকায়দায় রবি ঠাকুরের ওপর আছড়ে পড়লেন। রবীন্দ্রনাথ কঁকিয়ে উঠে বললেন “ওহে দিনু, মনে করিস নে আমি সত্যি সত্যিই মারা গেছি”।

রবীন্দ্রনাথ একদিন বেড়াতে গেছেন তাঁর কোনো এক ভক্তের বাড়িতে। কবি কে বসবার জন্য একটা চেয়ার দেয়া হলো। কবি ভক্তকে জিজ্ঞেস করলেন “চেয়ার টা বেশ সুন্দর”। তা চেয়ার টা সজীব তো? ভক্ত বুঝতে না পেরে কবির মুখের দিকে হা’ করে তাকিয়ে রইল। তখন কবি বললেন, “বুঝতে পারনি বুঝি”? আমি জিজ্ঞেস করছি “চেয়ার টা সজীব কি না? মানে এতে ছাড়পোকা আছে কি না।” একবার বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এক সদ্য বিলেত ফেরত বন্ধু তাঁর সাথে দেখা করতে এলে দেখেন টেবিলে একগ্লাস সবুজ রঙের পানীয়। তিনি ধারণা করেন কবি বুঝি নতুন কোন ব্রান্ডের পানীয় পান করছেন। তিনি কবির দিকে তাকালে কবি জিজ্ঞেস করেন “চলবে নাকি”? ভদ্রলোক কাল বিলম্ব না করে সম্মতি জানান। কবি ঘরের ভেতরের দিকে তাকিয়ে পরিবেশন কারীকে বললেন সাহেবের জন্য একগ্লাস কড়া করে নিয়ে এসো। সে কবির কথা মতো পানীয় তৈরি করে টেবিলের উপর রাখে। ভদ্রলোক আগ্রহ করে গ্লাসটা হাতে নিয়ে বড় করে একটা চুমুক দেন। এরপর মুখটা বাঁকা করে গ্লাস রেখে পথ ধরতে উদ্যত হন। কবি তাঁকে বলেন “কি হলো”? ভদ্রলোক কোন উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যান। উল্লেখ্য যে, কবি সেদিন নীম পাতার তিতা পানি পান করছিলেন।

জীবনের শেষ দিকে এসে রবীন্দ্রনাথ একটু সামনের দিকে ঝুঁকে উবু হয়ে লিখতেন। একদিন তাঁকে ওভাবে উবু হয়ে লিখতে দেখে তাঁর এক শুভাকাঙ্খী তাঁকে বললো- “আপনার নিশ্চয় ওভাবে উপুড় হয়ে লিখতে কষ্ট হচ্ছে। লোকটার দিকে খানিকক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ জবাব দিলেন- তা’ তো হচ্ছেই। তবে কি জানো, এখন উপুড় হয়ে না লিখলে কি আর লেখা বেরোয়। পাত্রের জল কমে তলায় ঠেকলে একটু উপুড় তো করতেই হয়।” বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ তখন খুবই অসুস্থ। শান্তি নিকেতন থেকে কবিকে তখন কলকাতার জোঁড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে নিয়ে আসা হচ্ছে। ঠিক সে সময় একটি ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে বায়না ধরে বসলো কবিকে তাঁর অটোগ্রাফ দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ তার খাতায় কাঁপা হাতে অটোগ্রাফ লিখে দিলো তবু মেয়েটির মন ভরলো না। মেয়েটি কেঁদে কেটে বায়না ধরলো কবির অটোগ্রাফের পাশে কবিতা লিখে দিতে হবে। কবি ছোট্ট মেয়েটিকে নিরাশ করলো না। কবি তাৎক্ষণিক লিখলেন-

মোর কাছে চাহ তুমি
পদ্য/চাহিলেই মিলে কি তা’ সদ্য
তাই আজ শুধু লিখিলাম/নিজের
নাম এর বেশি কিছু নহে অদ্য।

‘বিশ্বে মানবতা নয়, ধর্মান্ধতা অনেক এগিয়ে’

নিশীথ সিংহ রায়

এই মুহূর্তে বিশ্ব যেদিকে যাচ্ছে বা তার যা পরিস্থিতি তাতে নিঃসন্দেহে বলা নেই। আর এটাই ধ্রুব সত্য মানবতা বলে পৃথিবীতে কোনোদিনই কিছু ছিল না, যা ছিল বা এখনও আছে তা হলো ‘রাষ্ট্রীয়তাবাদ’। রাষ্ট্র নিজের সুবিধার্থে যখন যেমন প্রয়োজন তখন তেমন ‘মানবতা”র সংজ্ঞা তৈরি করে নেয়। আর এটা শুধু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নয় বিশ্বে যত মানবতাবাদী সংগঠন আছে সবার ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। রাষ্ট্র যেমন নিজের সময়োপযোগী মানবতার সংজ্ঞা করে আর এই সংগঠনগুলি সেখানেই মানবতা দেখাতে যায় যেখানে সে নিরাপদ। যখন রাষ্ট্র তার নিরাপত্তা বা আর্থিক দায়িত্ব নেয় তখনই সংগঠনগুলি মানবতার আধার, তা সে স্বদেশে বা বিদেশে যেখানেই হোক। রাষ্ট্র না পিছনে থাকলে সেই খ্যাপা ষাঁড়ের কাছে কাউকে ফেলে দিলে যেমন হয় ঠিক তেমনই হবে এই সংগঠনগুলির। এ শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে নয় সমাজ বা জীবন, যেকোন ক্ষেত্রেই হতে পারে। আগে নিজের সংগঠন বা রাষ্ট্রের স্বার্থ, তারপর মানবতার প্রশ্ন। বর্তমানে আমরা প্রথম নিজের দেশ অর্থাৎ ভারতের দিকে তাকাই। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী যেই ইসরাইলকে সমর্থন করলো তখনই হিন্দুরা দু’হাত তুলে নাচতে আরম্ভ করে দিয়েছে। আর যেটা খুব খারাপ লাগছে সেটা হলো তারা এটাকে ধর্মীয়ভাবে দেখছে। তাদের কোথাও ইসরাইলে কেন হামাস গোষ্ঠী আগে আক্রমন করে মানবতা লঙ্ঘন করেছে সে ব্যাপারে নয়। হিন্দুত্বর জয় দেখাতে গিয়ে তারা কমেন্টসে শুধু ‘জয় শ্রীরাম’ লিখে যাচ্ছে। অপরদিকে ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা বা অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নতি নিয়ে এতদিন যতো ভারতীয় মুসলিম মোদির নামে জয় ধ্বনি দিচ্ছিল বা মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা যারা এই ক’দিন আগেও ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে তাদের মসীহা বলে ভাবছিল তারা আজ বলছে উনি মারাত্মক ভুল করলেন। ইসরাইলের হামাস বা প্যালেসটাইনকে পাল্টা আঘাতের ব্যাপারটা সঠিক নয়। এখানে আমরা দেখছি হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই মানবতা লঙ্ঘন নিয়ে কোনো কথা বলছে না। সবাই সাম্প্রদায়িক বা নিজের ধর্মের কথা ভাবছে। এখানে মানবতার কোনো স্থান নেই। এখানে কি কোনো সম্প্রদায়কে আমরা দেখলাম ‘মানবতা’ লঙ্ঘনের ব্যাপারে কথা বলতে বা কি করে তার সুরাহা হয় তার পথ বাতলাতে? তা সে কোনও কাজে আসুক বা না আসুক। শুনলাম মিশরে বেড়াতে যাওয়া দুই ইসরায়েলী পর্যটককে এক মিশরীয় পুলিশ মেরে দিয়েছে। আর ইসরাইলের সরকার সারা বিশ্বের যে যে দেশে ইহুদী বেড়াতে গেছে তাদের তাৎক্ষণিকভাবে দেশে ফিরতে বলছে। পর্যটক কি কোনো সম্প্রদায়ের হতে পারে? পর্যটকের ওপর নির্ভর করে অনেক দেশ বেঁচে আছে যেমন এই মিশর। মিশর ছাড়াও নেপাল, ভূটান, মালদ্বীপ প্রভৃতি দেশ। এসব দেশে পর্যটকরা বিপদের সম্মুখীন হলে তাহলে সেখানে আর কি কেউ যাবে?

ভারত ছাড়াও আর একটা দেশের কথা আসি। তাহলেই বুঝতে পারবো মানবতা সময় অনুপাতে কত তাড়াতাড়ি পাল্টায়। কিছুদিন আগে শুনেছিলাম, সৌদি আরবের যুবরাজ হজের সময় নাকি সেখানে জোরে মাইক বাজানো নিষেধ করেছে। অনেক মুসলিম দেশ এব্যাপারে আপত্তি জানালেও সৌদি আরব আগে নিজের দেশের জনগনের কথা ভেবে নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিল। এখন আবার শুনছি সৌদি আরব পাকিস্তানকে চিঠি করেছে যে পাকিস্তান যেন চোর, ছ্যাঁচোর, পকেটমার বা ভিখিরিদের হজ করতে সৌদি আরবে না পাঠায়। তার সঙ্গে এটাও যোগ করেছে তাদের জেল নাকি পাকিস্তানী নাগরিকে ভরে গেছে। কারণ, সৌদিতে চুরি আর ভিখ্যা দুটোই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আর সেই দুটোই নাকি সৌদি আরবে গিয়ে পাকিস্তানী নাগরিকরা করছে। গোঁড়া কট্টর মুসলিম দেশে হিন্দু মন্দির হবে তাও আবার সরকারি বদ্যানতায় দশ বছর আগে এটা কি কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল? ঠিক আজকে সেটাই ঘটেছে সৌদি আরবে। এরও কারণ ভারতের আর্থিক বাড়বাড়ন্ত ও সৌদি আরবের সাথে ভারতের বর্তমান সুসম্পর্কের জন্য। পৃথিবীর অনেক দেশেই এখন হিন্দু মন্দির বা হিন্দুদের বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে। তারও কারণ ওই ভারতের বর্তমান আর্থিক বা অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য। তাই হিন্দু মন্দির করতে দেওয়া বা অন্য রাষ্ট্রে হিন্দুত্বর বাড়বাড়ন্ত কেবলমাত্র রাষ্ট্র এখানে পিছনে আছে বলে। তাই এটাকে বলা যায় রাষ্ট্রের পলিসির জন্য এদের বাড়বাড়ন্ত মাত্র। এখানে কোনো মানবতা কাজ করেনি। অতীত থেকে দেখলে পৃথিবীতে এর অজস্র প্রমাণ পাওয়া যাবে তা সে ‘ক্রুসেড’বা ইরান-ইরাক যুদ্ধ যাই হোক না কেন। আমাদের দেশের কিছু সংগঠনের কথায় এবার আসি। প্রথমে আসি সবার শ্রদ্ধেয় নোবেল পুরস্কারে ভূষিত মাদার টেরেজার কথায়। তাঁর কাজকর্মও একই গোত্রের। তার প্রমাণ আমি নিজে। সালটা মনে নেই খুব সম্ভব ১৯৯৪-৯৫ সাল হবে। আজকাল পত্রিকার এক স্টাফের ছেলের থ্যালাসেমিয়া হয়েছিল। আমাতে, ওনাতে গিয়েছিলাম সাহায্যের জন্য। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাদের থেকে যখন জানল আমরা খ্রিস্টান নই তখন সেই একই কায়দায় আমাদের আবেদন খারিজ হয়ে গেল। রামকৃষ্ণ মিশন রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য ছাড়া এই মানবতার ধ্বজা ওড়াতে পারতো? না, কখনোই পারত না। বিশ্বে তাদের বাড়বাড়ন্ত রাষ্ট্রের জোরে। রাষ্ট্র পিছন থেকে সরে গেলে দেখি তারা একটাও মুসলিম দেশে কি করে থাকতে পারে? ঠিক যেভাবে এখন ‘ইস্কন’ বা অন্য সংগঠনগুলির বাড়বাড়ন্ত। মানবতা যদি আগে হয় তাহলে রামকৃষ্ণ মিশন বা এসমস্ত সংগঠনগুলি এখন যাক ইসরাইল-প্যালেসটাইন যুদ্ধক্ষেত্রে? দেখি সেখানে মানবতা না ধর্মান্ধতা, কোনটা আগে কাজ করে? ‘আল আমিন’ বা অন্য মানবতাবাদী মুসলিম সংগঠনগুলি দেখি এখন প্যালেসটাইনকে মানবতার বাণী শুনিয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত করুক বা বিশ্বের যত ইহুদি আছে তারা এখন মানবতার ধ্বজা দেখিয়ে এই যুদ্ধ বন্ধ করুক? এই নীতি কোনো একটি রাষ্ট্র বা সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, এটাই হচ্ছে বাস্তব সত্য। তাই প্রথমেই বলেছিলাম পৃথিবীতে ‘মানবতা” বলে কিছুই নেই আছে শুধু ‘রাষ্ট্রীয়তাবাদ’। যা সেই দেশের অবস্থা বা পরিস্থিতি অনুযায়ী সর্বদা পাল্টে যায়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মান্ডবিয়ার হাতে উদ্বোধিত নাগাল্যান্ডের প্রথম মেডিক্যাল কলেজ

কোহিমা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : নাগাল্যান্ডের প্রথম মেডিক্যাল কলেজের উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. মনসুখ মান্ডবিয়া। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুয়ায়ী আজ শনিবার মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও, রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সহ বিভাগীয় শীর্ষ আধিকারিক ও অন্য মন্ত্রী-বিধায়কদের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. মনসুখ মান্ডাবিয়া কোহিমার ফ্রেবাগেই-এ নবনির্মিত নাগাল্যান্ড ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড রিসার্চ (এনআইএমএসআর)-এর উদ্বোধন করেছেন। এনআইএমএসআর-এর উদ্বোধন হয়ে যাওয়ায় নাগাল্যান্ডের স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজ্যের প্রথম মেডিক্যাল কলেজ এনআইএমএসআর-এ ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য ১০০ জন শিক্ষার্থীকে ভরতি করতে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন অনুমতি দিয়েছে। ১০০ জন এমবিবিএস ছাত্রের প্রথম ব্যাচে নাগাল্যান্ডের ৮৫টি আসন এবং সর্বভারতীয় কোটা থেকে ১৫টি আসন থাকবে।

এনআইএমএসআর কোহিমা মেডিক্যাল কলেজ নামেও পরিচিত। নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজটি চলতি বছর (২০২৩) ২৫ এপ্রিল এমবিবিএস আসনের জন্য ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের কাছ থেকে অনুমতিপত্র (এলওপি) পেয়েছে।

আজ স্ক্যান রিপোর্টে দুঃ সংবাদ পেলেন উইলিয়ামসন !

চেন্নাই, ১৪ অক্টোবর(হি.স.) : গতকাল বাংলাদেশের নাজমুল হোসেন শান্তর ছোড়া একটি বলে আঘাত পেয়েছিলেন কেইন উইলিয়ামসন। তার বুড়ো আঙুলের হাড়ে চিড় ধরা পড়েছে। উইলিয়ামসনের বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে লেগেছিল বল। ম্যাচের পরই তার হাতে স্ক্যান করানো হয়েছিল। স্ক্যানের যে রিপোর্ট তাতে দুঃসংবাদ পেলেন উইলিয়ামসন। তার বুড়ো আঙুলের হাড়ে চিড় ধরা পড়েছে। এ কারণে আগামী কয়েক ম্যাচে মাঠে তাকে নাও দেখা যেতে পারে। নিউজিল্যান্ড দলের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, অন্তত এক সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হবে।

নিউজিল্যান্ডের প্রধান কোচ গ্যারি স্টেড অবশ্য এখনও উইলিয়ামসনকে নিয়ে আশাবাদী। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, """"আমরা অনুভব করতে পারছি তার অবস্থা। হাঁটুর চোট থেকে ফিরে দীর্ঘদিন পর মাঠে ফিরে আবার তাকে আঘাতের সম্মুখীন হতে হল। আজ প্রাথমিকভাবে তার চোট শনাক্তের পর আমরা কিছুটা আশাবাদী সে বিশ্রাম ও পুনর্বাসনের পর আবারও খেলতে পারবে।""""

সপরিবারে বদ্রী-কেদারধামে পুজো দিলেন এয়ার চিফ মার্শাল চৌধুরী, দেশের সমৃদ্ধি কামনা করলেন

গোপেশ্বর, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): ভারতীয় বিমানবাহিনীর এয়ার চিফ মার্শাল ভিআর চৌধুরী শনিবার পরিবারসহ কেদার-বদ্রিনাথ দর্শন করেন। এয়ার চিফ মার্শাল দেশের সমৃদ্ধি কামনা করেন।

এদিন প্রথমে মার্শাল বদ্রিনাথ ধামে পুজো দেন, তারপর তাঁরা যান কেদারনাথ দর্শনে। সেখানে তাঁরা স্বপরিবারে বাবা কেদার দর্শন করেন এবং রুদ্রাভিষেক করেন। তাঁর পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও ঊর্ধতন সেনা অধিকারিকরাও দর্শন করতে আসেন।

এয়ার চিফ মার্শাল বদ্রীনাথ দর্শন করতে সেনা হেলিকপ্টার করে এসে মন্দিরে পৌঁছন। বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটির (বিকেটিসি) সহ-সভাপতি কিশোর সিং পানওয়ার এয়ার চিফ মার্শালকে স্বাগত জানান।

এয়ার চিফ মার্শাল দেশের সমৃদ্ধি কামনা করেন। মন্দির কমিটির সহ-সভাপতি ভগবান বদ্রিবিশালের প্রসাদসহ অঙ্গবস্ত্র বিতরণ করেন।

বিজেপিতে পুরনোদের গুরুত্ব কমছে না মোটেই, দাবি লকেটের

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর, (হি.স.) : সম্প্রতি বিজেপির দুই দলীয় দফতর সল্ট লেক ও মুরলীধন সেন লেনে বিক্ষোভ দেখান কর্মীরা। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সহ একাধিক নেতার ছবিতে পদাঘাত করতেও দেখা যায় কাউকে কাউকে। সেই প্রসঙ্গে দলে নব্য বনাম পুরাতনে বিরোধের তত্ব খারিজ করলেন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়।

শনিবার তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "বিজেপিতে পুরনোদের গুরুত্ব কমছে না মোটেই। দিলীপ ঘোষ রাহুল সিনহা আমরা সবাই একসঙ্গেই রয়েছি। প্রত্যেকের যথেষ্ট সম্মান আছে। তৃণমূল ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে, নানা ভাবে বিজেপিকে ভাঙার চেষ্টা করছে। বিজেপি-র এতজন বিধায়ক এবং সাংসদ রয়েছেন। তৃণমূলের এই ষড়যন্ত্র ধোপে টিকবে না।

২০২৪ এ নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আমরা চারশোর বেশি আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসব।"দলে পুরোনোদের সম্মান রয়েছে, তাঁদের বুদ্ধি আর নতুনদের শক্তি দিয়ে বিজেপি জিতবে।

গঙ্গায় ডুব দিয়ে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে জল নিবেদন করেন। স্নান সেরে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র আবক্ষ মূর্তিতে মালা দিয়ে রাজ্য বিজেপির কোন্দল নিয়ে মুখ খোলেন লকেট। বিজেপি সাংসদ আরও বলেন, "বাংলার বিজেপি শহীদদের জন্য তর্পণ করছে। বাংলয় অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে বিজেপি লড়াই করছে এবং এই লড়াই চলবে।"

এবার পুজোর অনুদান দিচ্ছে বিজেপিও

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): রাজ্যের বিভিন্ন পুজো কমিটিগুলিতে অনুদান দিচ্ছে রাজ্য সরকার। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে চলছে এই প্রক্রিয়া। বছর বছর অনুদানের রাশিও বাড়ছে। এ বছর ক্লাব পিছু ৭০ হাজার টাকা করে দিচ্ছে মমতার সরকার। পিছিয়ে নেই বঙ্গ বিজেপিও। পুজোর অনুদানে এবার আসরে পদ্ম শিবিরও। পদ্মশিবিরের সার্কুলার বলেছিল, নিজেরা পুজো করুন। বিজেপি কর্মীদের পুজো বলে এলাকায় পরিচিত পাক। দরকারে বিজেপি অর্থসাহায্য করবে। তাই বিজেপির ৪৫ সাংগঠনিক জেলার কাছ থেকে আবেদন চাওয়া হয়। সেখান থেকে প্রায় হাজারের উপর আবেদন জমা পরেছে। তার মধ্যে এখনও পর্যন্ত ৪২৫টি আবেদনকে দলের তরফে বাছাই করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এই ৪২৫টি পুজো কমিটিকে আর্থিক সাহায্য দেবে বিজেপি। সূত্রের খবর, এই সংখ্যাটি আরও বাড়তে পারে পরবর্তী সময়ে। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, এক একটি পুজো কমিটিকে ৩০-৮০ হাজার টাকা পর্যন্ত অনুদান দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে বঙ্গ বিজেপির। কোনও কোনও পুজো কমিটিকে ১ লাখ টাকা বা তার বেশিও দেওয়া হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে।

মহারনে নামার আগে কোহলিকে উসাইন বোল্টের বার্তা

আমেদাবাদ, ১৪ অক্টোবর(হি.স.): আজ পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়ার আগে কোহলিকে ভালো করার সাহস জোগালেন জ্যামাইকান কিংবদন্তি স্প্রিন্টার উসাইন বোল্ট।

খেলা শুরু হওয়ার আগে এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে বোল্ট লিখেছেন, 'কোহলি, তোমার ডাইভ দেখেছি। তুমি পিচে দ্রুততম হতে পারো, আমি কিন্তু বাতাসে দ্রুততম। তোমার পরের খেলাও দেখব। ফাটিয়ে দাও।'

বোল্টের এই বার্তার জবাব দিয়েছেন বিরাটও। বোল্টকে বড় ভাই সম্বোধন করে বিরাট লিখেছেন, 'বড় ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। অতিরিক্ত কয়েকটা ১০০ মিটার স্প্রিন্ট টেনেছি।'

মহিলাদের সমান অধিকার নয়, তাদের সব ক্ষেত্রে নেতৃত্বের সুযোগ পাওয়া উচিত: ওম বিড়লা

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): মহিলাদের শুধু সমান অধিকারই নয়, সবক্ষেত্রেই নেতৃত্বের সুযোগ দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। শনিবার সংসদ-২০-এর তৃতীয় অধিবেশনে একথা বলেন বিড়লা। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা শনিবার সংসদ ২০-এর তৃতীয় অধিবেশনে বলেন, ভারতে মহিলাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি যে নারীদের শুধু সমান অধিকারই নয়, সব ক্ষেত্রেই নেতৃত্বের সুযোগ থাকা উচিত। যশোভূমি দ্বারকায় অনুষ্ঠিত পি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনের থিম ছিল, এক পরিবার। কিন্তু সমান অধিকারকে মূলধারায় আনা থেকে শুরু করে নারী উন্নয়ন থেকে নারী নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন বিকশিত করাও অন্যতম উদ্দেশ্য। বিড়লা নারী উন্নয়ন থেকে নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নে যাওয়ার ওপর জোর দেন। ওম বিড়লা জানান, ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থা মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রদানের কেন্দ্রে রয়েছে। সম্প্রতি, সংবিধান সংশোধন করে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের ৩৩ শতাংশ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

মহালয়ার আগে পুজো উদ্বোধন নিয়ে কটাক্ষ লকেটের

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর, (হি.স.) : বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ভার্চুয়ালি রাজ্যের বেশ কয়েকশো পুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহালয়ার আগে পুজো উদ্বোধন নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। সেই নিয়ে মুখ খুললেন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র কটাক্ষ করে লকেট সাংবাদিকদের বলেন, "দুর্গাপুজোর আচার অনুযায়ী, পিতৃপক্ষের অবসান ঘটিয়ে যখন দেবীপক্ষের সূচনা হয়, তখনই মা মতর্ত্যে আসেন। মহালয়ার পর থেকে আমাদের পুজো উদ্বোধন হয়। কিন্তু কোনও আচার উনি মানেন না। বছরের পর বছর ধরে তিনি এই কাজ করছেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মানুষের কাছে ওঁর চাহিদা থাকতেই পারে। কিন্তু নিয়ম মেনে এই কাজ করা উচিত।" প্রসঙ্গত এর আগে দলের অপর দুই রাজ্য নেতা দিলীপ ঘোষ এবং শুভেন্দু অধিকারীও মুখ্যমন্ত্রীর এই কাজের কড়া সমালোচনা করেছেন।

"অভিষেকের দূত"-কে কটাক্ষ করেন বিজেপি নেত্রী লকেটের

হুগলি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): পুজোর পরই "দিদির দূত"-এর কায়দা শুরু হচ্ছে "অভিষেকের দূত"। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের প্রতিনিধিরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সমস্যা শুনবেন। আর এই কর্মসূচিকেই তীব্র কটাক্ষ করেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়।

বিজেপি সাংসদ সাংবাদিকদের বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী বানানোর চেষ্টা চলছে। এটা পরিবারতন্ত্রের বড় উদাহরণ। অভিষেকের হাতে রাজ্যের চাবি তুলে দেওয়ার প্রয়াস। কিন্তু বাংলায় এত দুর্নীতি হয়েছে। গরিব মানুষের টাকা নিয়ে নয়ছয় হয়েছে। তাঁরা দূত হিসেবে গেলেও মানুষ ক্ষমা করবে না। ওঁরা মানুষকে মিথ্যে বুঝিয়ে দিল্লিতে গিয়ে প্রহসন করেছে। মহিলা মন্ত্রীকে হেনস্থা করেছে।" শনিবার মহালয়ার দিন তর্পণ করতে এসে এমনটাই বললেন হুগলির বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। এদিন চুঁচুড়া জোড়াঘাটে তর্পণ করেন হুগলির বিজেপি সাংসদ।

শিলঙের পুলিশবাজারে বহুতল ভবনে বিধ্বংসী আগুন

শিলং, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : রাজধানী শিলঙের পুলিশবাজারে অবস্থিত থানা রোডে বিধ্বংসী আগুনে জ্বলছে বহুতল ভবন। আগুন নিয়ন্ত্রণে প্রায় ১৫টি ইঞ্জিন নিয়ে জোরদার কসরত করছেন অগ্নিনির্বাপক এবং এসডিআরএফ-এর জওয়ানরা।আজ শনিবার বেলা প্রায় পৌনে দুটা নাগাদ জনবহুল এলাকা পুলিশবাজারে সদর থানা রোডে কংগ্রেস ভবন এবং জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন ব্যবসায়ী জনৈক অমিত সিংঘানিয়ার বহুতল বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এক এক করে প্রায় ১৫টি ইঞ্জিন নিয়ে অকুস্থলে ছুটে আসেন অগ্নিনির্বাপক এবং এসডিআরএফ-এর জওয়ানরা। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁরা। গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে।অমিত সিংঘানিয়ার বসতবাড়ি এবং তাঁর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আগুনের লেলিহান শিখা থেকে রক্ষা করতে জওয়ানরা বেজায় কসরত করছেন। তাঁরা সিংঘানিয়ার ফার্নিচার সহ অন্য সামগ্রীর দোকান, বসতবাড়ি, কংগ্রেস ভবন এবং জগন্নাথ মন্দিরকে যাতে আগুন গ্রাস করতে না পারে, সে জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।তবে এ খবর লেখা পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও পুরোপুরি নেভেনি। এ ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে এখনও পুলিশ ও অগ্নিনির্বাপক আধিকারিকদের কাছে স্পষ্ট নয়।

গুয়াহাটিতে ৩০ লক্ষ টাকার জাল নোট বাজেয়াপ্ত, গ্রেফতার পাঁচ

গুয়াহাটি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : গুয়াহাটিতে ৩০ লক্ষ টাকার জাল নোট বাজেয়াপ্ত করেছেন রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স-এর আধিকারিক-কর্মীরা। জাল নোট কারবারে জড়িত অভিযোগে নিজাম আলি (৫০), হাফিজুর রহমান (৩৬), আবদুল রাজ্জাক (৪৬), মুনীন্দ্র হাজরিকা (৪৪) এবং আতিকুর রহমান (৩৮) নামের পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জাল ভারতীয় মুদ্রার নোট (এফআইসিএন) ছাপা এবং পাচার সম্পর্কিত নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে গুয়াহাটি মহানগরের হাতিগাঁও থানার অন্তর্গত দক্ষিণগাঁওয়ের সাউকুচি রোডে একটি ভাড়া বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিল স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর এক দল। অভিযানে জাল ৫০০ টাকার ২৬টি বান্ডিল, ছয়টি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট, ৫০০ টাকা নোটের আকারে কাগজের কয়েকটি বান্ডিল, কালো কাগজের বান্ডিল, জাল নোট তৈরির জন্য ব্যবহৃত তরল রাসায়নিকের বোতল, একটি বাদামি টেপ, একটি সাদা প্লাস্টিকের ব্যাগ, নগদ সচল ৭,৭০০ টাকা এবং একটি স্করপিও গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে এসটিএফ।

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইজরায়েল থেকে অসমের পাঁচ শিক্ষার্থী পৌঁছলেন বাড়ি

গুয়াহাটি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : যুদ্ধবিধ্বস্ত ইজরায়েল থেকে ভারত সরকারের বদান্যতায় অসমের পাঁচ শিক্ষার্থী পৌঁছলেন বাড়ি। অপারেশন অজয়-এর অধীনে ইজরায়েল থেকে দ্বিতীয় বিশেষ ফ্লাইটে যে ২৩৫ জন ভারতীয় এসেছেন তাঁদের মধ্যে অসমের এই পাঁচজনও ছিলেন।

আজ শনিবার অসমের মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে এ খবর দিয়ে লিখেছেন, 'যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইজরায়েল থেকে ফিরে আসা তিন ছাত্রের সাথে টেলিফোনে কথা হয়েছে। তাঁরা ভারতীয় জনগণের সুরক্ষার প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।'

মন্ত্রী জানান, অসমের মোট পাঁচ ছাত্র যথাক্রমে সুরজিৎ কলিতা, বিবেক ছেত্রী, প্রীতম শর্মা, নাজিহা তারান্নাম, এবং দেবজিতকে রাজ্যে স্বাগত জানানো হয়েছে।

নলহাটিতে বন্ধ গ্রামীণ ব্যাঙ্কে ডাকাত দলের হানা

রামপুরহাট, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : ফের বীরভূমে ব্যাঙ্কে ডাকাতির চেষ্টা। বীরভূমের পাঁরুইয়ের পর এবার বীরভূমের নলহাটি থানার কলিঠা গ্রামে একটি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের জানালা ভেঙ্গে ব্যাঙ্কের ভিতরে ঢোকে দুষ্কৃতিরা। শনিবার সকালে এলাকার বাসিন্দারা ব্যাঙ্কের জানালা ভাঙ্গা অবস্থায় দেখতে পান। তারাই খবর দেয় পুলিশে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নলহাটি থানার পুলিশ।

ছুটি থাকায় এদিন ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল। ফলে পুলিশই মোবাইলে ব্যাংকের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পুলিশের কাছ থেকে খবর পেয়ে ব্যাংকের আধিকারিকরাও ব্যাংকে আসেন। তারা ব্যাঙ্কের ভিতরে ঢুকে দেখেন বেশ কয়েকটি আলমারি খোলা হয়েছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে কাগজপত্র। খোলা হয়েছে ক্যাশিয়ারের ড্রয়ার। তবে ব্যাঙ্কের ভল্ট ভাঙতে পারেনি দুষ্কৃতীরা। ব্যাঙ্কের সিসিটিভি দেখে পুলিশ দুষ্কৃতিদের ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে। ব্যাঙ্কের ভিতর থেকে উদ্ধার হয়েছে দুষ্কৃতিদের ফেলে যাওয়া দুটি শাবল। ব্যাংকের ম্যানেজার শ্রীরঞ্জন গুপ্তা বলেন, 'আমি বাইরে রয়েছে। তবে রিজিওন্যাল ম্যানেজারের কাছ থেকে জানতে পেরেছি ভল্ট ভাঙতে পারেনি। তবে আমি নিজে ব্যাংকে না গেলে কিছুই বলতে পারব না'।

প্রসঙ্গত, গত ১২ অক্টোবর বীরভূমের পাঁরুই থানার মঙ্গলডিহি

পুজোর প্রাক্কালে বাজারে হানা পুলিশের, বাজেয়াপ্ত নিষিদ্ধ বাজি

বাঁকুড়া, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : পুজোর মুখেই নিষিদ্ধ শব্দ বাজি ব্যবহার বন্ধে পুলিশি অভিযান চলল শহরের বিভিন্ন এলাকায়।শুক্রবার রাতে হানা দিয়ে দশলক্ষ টাকার বাজি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।

মহালয়ার দিন থেকেই কার্যত রাজ্যের শহরাঞ্চলে শারদীয়া উৎসব শুরু হয়ে গেছে। বাঁকুড়া শহরও তার ব্যতিক্রম নয়। পুজোর সময় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় সদা সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে জেলা পুলিশ। আচমকা হানা দিয়ে ১০ লাখ টাকার বাজি বাজেয়াপ্ত করেছে বাঁকুড়া সদর থানা। উৎসব প্রিয় বাঙালির কাছে মহালয়া শুরুর আগে থেকেই সারা রাত ধরে বাজি ফাটানোর রেওয়াজ রয়েছে। রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের স্ত্রৈ মহালয়া শুরু হতেই বাজির তীব্রতাও বাড়তে থাকে সূর্য্য না ওঠা পর্যন্ত। আর এটাকেই টার্গেট করে বাঁকুড়া জেলা পুলিশের বাঁকুড়া সদর থানা শনিবার দিন শুরুর আগেই হানা দেয় বাঁকুড়া শহরের বিভিন্ন বাজার এলাকার দোকান গুলিতে। বিভিন্ন প্রকার অবৈধ বাজি আটক করে।পুজোতে অবৈধ বাজি মজুত করে বিক্রি না করেন সেদিকে কড়া নজরদারি চলছে জেলা জুড়ে।

পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারী জানান, বাঁকুড়া সদর থানার কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে, শহরের বিভিন্ন বাজারে অবৈধ বাজি মজুত হচ্ছে। পুলিশ মহালয়ার মাহেন্দ্রক্ষণটির জন্য অপেক্ষা করে ছিল। সুযোগ মত পুলিশের একটি দল বিভিন্ন এলাকায় একযোগে অভিযান চালিয়ে বেশ অবৈধ বাজি আটক করে। তিনি বলেন, বাজেয়াপ্ত বাজির বাজার মূল্য ১০ লাখ টাকার বেশি।

উত্তরাখণ্ডে ২০০ মিটার গভীর খাদে গাড়ি পড়ে মৃত ৩, দেহ উদ্ধারে এসডিআরএফ

দেহরাদূন, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): ২০০ মিটার গভীর খাদে গাড়ি পড়ে গিয়ে তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তরাখণ্ড রাজ্যের চক্রতা এলাকায়।

রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ)-র দল শনিবার ওই ভাঙা দোমরানো মুচরোনো গাড়ি থেকে তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে।

উত্তরাখণ্ড রাজ্যের চক্রতা এলাকা থেকে দেহগুলিকে উদ্ধার করেছে এসডিআরএফের দল। চক্রতার তহশিলদারের থেকে দেহরাদূনের মিনাসে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর দল। এসডিআরএফের দল ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধারকাজে হাত লাগায়। পুলিশ জানিয়েছে, তিনজনকে নিয়ে গাড়িটি হিমাচল প্রদেশের চৌপাল তহসিলের নাভাল টিকরি থেকে বিকাশ নগরের দিকে আসছিল। গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ২০০ মিটার গভীর খাদে পড়ে গেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। খাদে পড়ে যাওয়া গাড়িতে তিনজন আরোহী ছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তিনজনের মৃতদেহ গাড়ির ভিতরে আটকে ছিল। এসডিআরএফের কর্মীরা অনেক চেষ্টার ফলে দেহগুলি বের করে। মৃতদেহগুলি উদ্ধারের পর এসডিআরএফ তাদের জেলা পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

দিল্লিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে কংগ্রেসে যোগ পাঞ্জাবের বিজেপির সহ সভাপতি রাজকুমার ভেরকার

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : পাঞ্জাব বিজেপির সহ-সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে শুক্রবার দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন রাজ কুমার ভেরকা।

এরপর শনিবার দিল্লি গিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে কংগ্রেসে যোগ দিলেন তিনি। এদিন এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক কেসি বেনুগোপালের উপস্থিতিতে কংগ্রেসে ফিরলেন প্রাক্তন এই কংগ্রেস নেতা।

চলতি বছর গত জুন মাসে অমরেন্দ্র সিংয়ের অনুগামী বলে পরিচিত আর এক নেতা সুনীল জাখরের সঙ্গে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন রাজকুমার।

বিজেপির সভাপতি সুনীল বর্তমানে পাঞ্জাব বিজেপির সভাপতি। এই রাজকুমারের সঙ্গেই বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন পাঞ্জাবের প্রাক্তন মন্ত্রী বলবীর সিংহ সিধু এবং গুরপ্রীত কাঙ্গের।

শুধু বিজেপি নয়, শিরোমণি অকালি দল ছেড়েও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতা শামিল হয়েছেন। এই তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী হংসরাজ জোশন, প্রাক্তন বিধায়ক জিৎ মহিন্দর সিংহ, মহিন্দর সিংহ রিনওয়া এবং মোহালির প্রাক্তন মেয়র অমরজিৎ সিংহ।'

ইতিহাসের পাতায় চিরভাস্বর রাজা কংসনারায়ণের পুজো

ঢাকা, ১৪ অক্টোবর, (হি.স.) : মুঘল শাসক থেকে রাজা কংসনারায়ণ রাজা উপাধি পেয়েছিলেন। এই উপলক্ষে যে বিরাট দুর্গোৎসবের সূচনা করেন তা ইতিহাসের পাতায় চিরভাস্বর হয়ে আছে। এ সব সাড়ে ৫০০ বছর আগের কথা।

অবিভক্ত বরেন্দ্র উত্তরাঞ্চলের শহর রাজশাহীর তাহেরপুরের সামন্তরাজা ছিলেন এই কংসনারায়ণ। পাঠান আমলে ফৌজদার হিসেবেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। রাজশাহী থেকে চট্টগ্রামের বিস্তৃত এলাকাজুড়ে মগ জলদস্যুদের দমনে ইনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

যে মণ্ডপ নিয়ে কথা, তার নাম শ্রীশ্রী গোবিন্দ ও দুর্গামাতা মন্দির। রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার তাহেরপুরে এই মন্দির। এটি এখন বাগমারার একটি পৌর এলাকা। রাজশাহী জেলা সদর থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরের এই তাহেরপুরের আদিনাম ছিল 'তাহিরপুর'।

আজ থেকে ৫৪০ বছর আগে এখান থেকেই সর্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসবের শুরু বলে ধারণা করা হয়। সে আমলে রাজা কংস নারায়ণ রায় সাড়ে ৮ লক্ষ টাকা খরচ করে রাজবাড়িতে পুজোর আয়োজন করেছিলেন। এখনকার আমলে ওই টাকার পরিমাণ ৩০০ কোটিরও বেশি। এর আগে মহাশক্তির আরাধনা করেছিলেন অনেকেই। কিন্তু এত টাকা ব্যয় করে কোনও রাজবাড়িতে দুর্গাপুজোর প্রথম আয়োজনটা সম্ভবত করেছিলেন রাজা কংসনারায়ণ। তাঁর সৌজন্যে মানুষ দেখেছিল অকালবোধনে আধুনিক দুর্গাপুজো। তাহেরপুরের রাজবংশ ছিল বাংলার প্রাচীন রাজবংশগুলির অন্যতম।

কংসনারায়ণ এমন কিছু করতে চাইলেন, যার জন্য হিন্দু সমাজ তাঁকে আজীবন মনে রাখবে। রাজা পণ্ডিতদের ডাকলেন রাজসভায়। জানালেন, তিনি আয়োজন করতে চান অশ্বমেধ যজ্ঞ। পণ্ডিতেরা রাজার এ ইচ্ছে নাকচ করে দিলেন প্রথমেই। তাঁরা বললেন, কলিযুগে অশ্বমেধ যজ্ঞের বিধান শাস্ত্রে নেই। এ কথা শুনে রাজার তো মন খারাপ।

ঠিক তখনই পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী দিলেন দুর্গাপুজোর পরামর্শ। কারণ, দেবী দুর্গতিনাশিনীর পুজো নিজেই এক মহাযজ্ঞ। তিনি আদেশ করলেন, এই শরতেই যেন আয়োজন হয় এ উৎসবের। কথামতো কাজ। মহাসমারোহে হলো দুর্গোৎসব।

কংসনারায়ণ ছিলেন একজন প্রজা হিতৈষী রাজা। শেষ জীবনে তিনি তাহেরপুরে ফিরে এসে নানা প্রজাকল্যাণমূলক ও ধর্মীয় কাজে আত্মনিয়োগ করেন। রাজা কংসনারায়ণের বর্তমান বংশধরেরা বাস করেন পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহরে। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর দেবীবিগ্রহ-সহ তাঁরা জলপাইগুড়ি চলে যান।

তাহেরপুরের পাণ্ডাপাড়ার চক্রবর্তী পরিবারে আজও পুজো পেয়ে চলেছেন অষ্টধাতুর দুর্গাপ্রতিমা। সঙ্গে রয়েছেন কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী। সেই বিরাট উৎসবের জৌলুস না থাকলেও, নিষ্ঠা সহকারে বাড়ির অন্দরমহলেই পুজো আজও হয়ে আসছে।

অভিষেকের সমনপ্রাপ্ত পিএ-কে তোপ শুভেন্দুর

পূর্ব মেদিনীপুর, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়কে তলব করেছে ইডি। সোমবার সল্টলেক সিজিও কমপ্লেক্সে তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। শনিবার নন্দীগ্রামের মহেশপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই নিয়ে মুখ খুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অভিষেকের পিএ-কে "কালেক্টর" বলে কটাক্ষ করেছেন বিরোধী দলনেতা।

শনিবার, মহালয়ার দিন নন্দীগ্রামের মহেশপুরে সেবাদান কর্মসূচিতে যোগদান করে স্থানীয় বিধায়ক শুভেন্দু। সুমিতকে ইডি তলব নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শুভেন্দু বলেন, "ও কালেক্টর! ফলের ঝুড়িতে টাকা আসত আর ও সেটা গুছিয়ে রাখত। ইডি ঠিক জায়গায় হাত দিয়েছে। এবার মনে হচ্ছে তদন্ত সঠিক পথে যাচ্ছে।"

নন্দীগ্রামে শহিদ পরিবারে সঙ্গে প্রত্যেক বছর মহালয়ার দেখা করেন বলে দাবি করেছেন শুভেন্দুবাবু। তিনি বলেন, "প্রত্যেক বছরই আমি এটা করি। অনেক মানুষের সেবার বন্দোবস্ত করি। এবার ১২ হাজার লোককে সেবা দিয়েছি। শহিদ পরিবার আমাকে জিতিয়েছে। তাই মহালয়ার দিন সবার সঙ্গে দেখা করি, উপহার তুলে দিই। শহিদ পরিবারের সকলেই আমার সঙ্গেই রয়েছে।"

উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়কে তলব করা হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, তদন্ত করতে গিয়ে একাধিক জায়গায় তাঁর নাম উঠে এসেছে। সেই কারণে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে তলব করা হয়েছে।

সোমবার সকাল ১০টা সিজিও কমপ্লেক্সে তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সমনকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন সুমিত।

সোমবার হাইকোর্টে সেই মামলার শুনানি রয়েছে। আদালত এই সমন নিয়ে কী নির্দেশ দেয়, সেটাই এখন দেখার।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

চুল ঝরে পাতলা হয়ে যাচ্ছে? দ্রুত সমাধান পেতে রইল ৫ ভেষজ উপায়

চুল পাতলা হয়ে যাওয়া, চুল ঝরে পড়া এগুলি সবই একটি সাধারণ সমস্যা। তবে মন ও শরীরের ভারসাম্যের ভারসামহীনতার কারণে এই সমস্যাগুলি আরও বৃদ্ধি পায়। আমেরিকান একাদেমি অফ ডার্মাটোলজি অনুসারে প্রতিদিন ৫০ থেকে ১০০ চুল স্বাভাবিকভাবেই ঝরে পড়ে ।

এর থেকে বেশি ঝরে পড়লে বুঝতে হবে শরীরের কোথাও সমস্যা তৈরি হয়েছে। এমনকি চুল ঝরতে ঝরতে এমন সমস্যা হবে, তাতে চুল পাতলা হয়ে মাথায় টাক পর্যন্ত হতে পারে। জেনেটিক্স, লাইফস্টাইল এই দুটির সংমিশ্রণে চুল পাতলা হওয়ার কারণ রয়েছে। আবার কোনও অসুখের কারণে বা বেশি ডোজের ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় চুল ঝরে পাতলা হওয়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে। আয়ুর্বেদ অনুসারে, নিজের দোষে, ভারসাম্যহীনতাতেই পুরুষ ও নারী, উভয়েরই চুলের ক্ষতি ও চুলে পাতলা হওয়ার সমস্যা দেখা যায়। যাদের পিত্ত বা হজমের সমস্যা রয়েছে তাদেরই বিশেষ করে অকালে চুল পেকে যাওয়া, চুল ঝরে যাওয়া, চুল পড়া, চুল পাতলা হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বেশি। যাদের এই সমস্যা রয়েছে, তারা ভেষজ বা আয়ুর্বেদ কোনও থেরাপি করতে পারেন। বর্তমানে সুস্থ থাকতে সুষম খাদ্য, জীবনধারা ও হার্বাল থেরাপির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্বাস্থ্যকর ও সুষম খাদ্য, ঔষধি ভেষজ ব্যবহার, যোগা ও ধ্যান করা, অ্যারোমাথেরাপি, ভেষজ তেল ম্যাসাজ, প্রাণায়াম ও যোগবায়ামের উপরই নির্ভর করছে সুস্থ থাকার মূলমন্ত্র। পুরুষ ও মহিলা, উভয়েরই চুল পড়ার চিকিতায় বেশি কার্যকরী। চুল পাতলা হয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দিলে ঘরেই কী কী ভেষজ উপায়ে সমস্যার সমাধান করবেন, তা জেনে নিন এখানে

মধু

মধু হল একটি প্রাকৃতিক হিউমেক্ট্যান্ট, যা মাথার ত্বক থেকে অতিরিক্ত তেল শোষণ করতে সাহায্য করে। এতে রয়েছে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য,যার ফলে মাথার ত্বকে ও মুখের ত্বকে ব্রণ, ফুসকুড়ি, চুলকানির মত সমস্যাকে উপশম করতে সাহায্য করে।

আমলা তেল

এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। আমলা সরাসরি খাওয়া বেশ ভাল। যদি তা খেতে না পারেন, তাহলে রস করেও খেতে পারেন। এছাড়া চুলের গোড়ায় আমলার তেল ব্যবহার করলে তা অনেক বেশি ফল পাওয়া যায়। চুল পাতলা হওয়া, অকালে পেকে যাওয়া, চুল পড়ার মত সমস্যাগুলি খুব সহজেই রোধ করা সম্ভব। এটি চুলের গভীরে গিয়ে চুলকে আরও স্বাস্থ্যকর ও মজবুত করে তোলে।

ব্রাহ্মী তেল ব্রাহ্মী শাক শুধু স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতেই সাহায্য করে তাই নয়, ব্রাহ্মী শাকের তেল চুল পাতলা হয়ে যাওয়াও রোধ করে। তুলের ফলিকলগুলিকে উদ্দীপিত করতে ও মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে সাহায্য করে। ব্রাহ্মী তেল নিয়ে কয়েক মিনিট মাথার ত্বকে ম্যাসাজ করুন। তারপর সারারাত রেখে দিন। সকালে উঠে শ্যাম্পু দিয়ে চুল পরিষ্কার করে নিন।

কারি পাতার তেল

এটিও একটি বিটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ ও চুলের গ্রোথকে উন্নত করতে সাহায্য করে। নারকেল তেল বা অলিভ অয়েল অল্প গরম করে তাতে কারি পাতা দিন। তেল ঠান্ডা হলে পাতা ছেঁকে নিন। এরপর এই তেল চুল ধোওয়ার আগে সরাসরি প্রয়োগ করতে পারেন।

কিছু জিনিস আছে, সেগুলি এড়িয়ে চলুন ক্যাফেইন জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলুন। শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে কফি পান করা এড়িয়ে চলুন। সময়ের মধ্যে বন্ধ করতে না পারলে চুল ঝরে পাতলা হয়ে যেতে পারে। মশালাদার, ভাজাভুজি, তৈলাক্ত ও জাঙ্ক ফুড খাওয়া যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলুন। এর জেরে পিত্তদোষে ভারসাম্যহীনতা তৈরি করতে পারে। তাতে চুল ঝরে পাতলা হয়ে যায় অনেক বেশি।

শীতকালে ত্বকের চামড়া খুব তাড়াতাড়ি ঝুলে যাচ্ছে?

বলিরেখা, ত্বক ঝুলে পড়া এবং মুখের দাগ বার্ধক্যের লক্ষণ। এমন পরিস্থিতিতে রান্নাঘরে উপস্থিত উপাদান থেকেই তৈরি করতে পারেন অ্যান্টি-এজিং ফেস মাস্ক। ঘরে তৈরি এই মাস্কগুলি ব্যবহার করে এই ধরণের সমস্ত লক্ষণ থেকে মুক্তি পেতে পারেন আপনি। চলুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে ঘরে তৈরি করতে পারেন এই অ্যান্টি-এজিং ফেস মাস্ক।

অ্যালোভেরা এবং গ্রিন টি:- গ্রিন টি তৈরি করুন। একটু ঠান্ডা হতে দিন। দুই টেবিল চামচ গ্রিন টি নিন এবং এতে এক টেবিল চামচ অ্যালোভেরা জেল দিন। এই মিশ্রণটি মুখে এবং ঘাড়ে লাগান। আঙুল দিয়ে হালকাভাবে ম্যাসাজ করুন। তারপর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলার আগে এটি ত্বকে ১৫ থেকে ২০ মিনিটের জন্য রেখে দিন। সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বার ব্যবহার করতে পারেন।

ডিম এবং দই ফেস প্যাক:-একটি

ডিম ভেঙে ভাল করে ফেটিয়ে একটি পাত্রে রাখুন। এতে এক টেবিল চামচ ফ্রেস দই যোগ করুন। তাদের একসঙ্গে মিশ্রিত করুন। এই মিশ্রণের একটি সমান স্তর সারা মুখে এবং ঘাড়ে লাগান। ১৫ থেকে ২০ মিনিটের জন্য এটি রেখে দিন। এরপর জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার জল করুন। সপ্তাহে একবার বা দু'বার ব্যবহার করতে পারেন। নারকেল

তেল এবং জলপাই তেল:- নারকেল তেল এবং অলিভ অয়েল সমান পরিমাণে নিন। একসঙ্গে মেশান এবং এই তেলের মিশ্রণটি আপনার ত্বকে ম্যাসাজ করার জন্য ব্যবহার করুন। আলতো করে ম্যাসাজ করে কিছুক্ষণ রেখে দিন। এর পর বিশুদ্ধ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। আপনি এটি প্রতিদিন ব্যবহার করতে পারেন।

কলার ফেস প্যাক:- একটি পাকা কলা নিন। এর খোসা ছাড়িয়ে নিন। ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন। কাঁটা চামচের সাহায্যে কলার টুকরো ম্যাশ করুন বা পরিষ্কার আঙুল ব্যবহার করুন। ম্যাশ করা কলা দিয়ে মুখ এবং ঘাড়ে কিছুক্ষণ ম্যাসাজ করুন। তারপর ১০ থেকে ১৫ মিনিট রেখে দিন। ফ্রেস জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বার ব্যবহার করুন।

মধু এবং ডিমের কুসুমের প্যাক:- প্রথমে একটি পাত্র নিন এবং তাতে ২ টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে নিন। এবার অন্য একটি পাত্রে ডিম ফেটিয়ে নিন। মধুর মিশ্রণে ফেটানো ডিম যোগ করুন। সব উপকরণ ভাল করে মিশিয়ে নিন। এরপর এই মিশ্রণটি আপনার ত্বকে লাগিয়ে দিন শুকোতে দিন। এরপর ঠান্ডা জল দিয়ে ত্বক ধুয়ে ফেলুন।

ঘরোয়া উপাদানেই ফিরে পাবেন কুচকুচে কালো চুল!

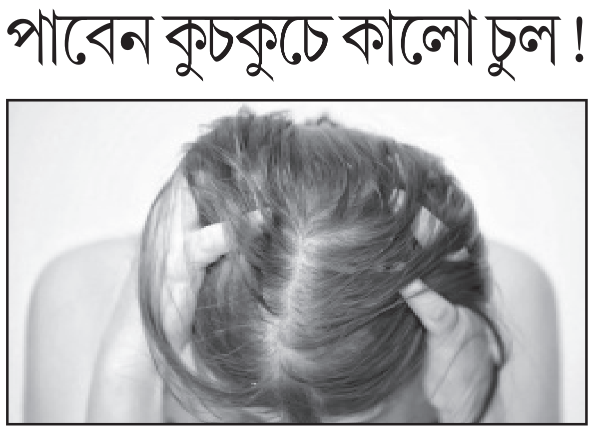

বয়স বাড়লে, চুল পাকবে - এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অল্প বয়সে চুল পাকতে থাকলে কার ভাল লাগে! পাকা চুল ঢাকার জন্য অনেকেই চুলে নানা রকম রাসায়নিক রং ব্যবহার করেন। এতে কিছুদিন চুল কালো থাকে ঠিকই, কিন্তু তারপর আবার যেই কে সেই! তাছাড়া, কেমিকেল-যুক্ত প্রোডাক্ট বেশি ব্যবহার করলে আবার নানা ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও দেখা দিতে পারে।

বরং প্রাকৃতিক উপায়েই আপনি চুল কালো করতে পারেন। তার না আছে কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, না আছে দ্রুত সেই রং চলে যাওয়ার ভয়! এখন জেনে নিন, কী ভাবে ঘরোয়া উপায়ে চুল কালো করবেন।

আমলকি হেয়ার প্যাক

ভিটামিন সি সমৃদ্ধ আমলকি স্বাস্থ্যের পাশাপাশি ত্বক ও চুলের জন্যও অত্যন্ত উপকারী। এতে ক্যালসিয়াম রয়েছে এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায়, যার ফলে চুল ভাল থাকে এবং অকালে চুল পেকে যাওয়ার হাত থেকে মুক্তি মেলে।

একগুচ্ছ কারি পাতা পিষে নিন। তার সঙ্গে ২ টেবিল চামচ আমলকি পাউডার ও ২ টেবিল চামচ ব্রাহ্মী পাউডার মেশান। একেবারে মসৃণ পেস্ট তৈরি করুন। এই পেস্টটি পুরো চুলে ও স্ক্যাল্পে লাগিয়ে এক ঘন্টা রাখুন। তারপর শ্যাম্পু করে নিন। আলুর হেয়ার প্যাক আলু অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ, যা চুল কালো করতে সাহায্য করে। দইও চুল ভাল রাখে এবং অকালে চুল পেকে যেতে দেয় না।

আলুর রসে ৩ টেবিল চামচ টক দই মেশান ভাল ভাবে। এই প্যাকটি চুল এবং মাথার ত্বকে লাগিয়ে রাখুন কিছুক্ষণ। তারপর শ্যাম্পু করে নিন।

তুলসীহেয়ার প্যাক

ভিটামিন সি সমৃদ্ধ তুলসী চুলের নানা সমস্যা দূর করতে কার্যকর। অন্যদিকে, ব্ল্যাক টি ট্যানিক অ্যাসিডে পরিপূর্ণ, যা চুলকে কালো করতে সাহায্য করে।

একটি প্যানে পরিমাণমতো জলে ৪ টেবিল চামচ ব্ল্যাক টি পাউডার এবং কয়েকটি তুলসী পাতা দিয়ে কিছুক্ষণ ফোটান। জলটা ঠান্ডা হতে দিন। তারপর এই জল দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে দু'বার এই পদ্ধতি প্রয়োগ করুন।

হেনা হেয়ার প্যাক

হেনা পাকা চুলকে কালো করতে দারুণ কার্যকর। পরিমাণমতো জলে ১ টেবিল চামচ কফি পাউডার ভাল করে ফুটিয়ে ঠান্ডা করুন। এতে হেনা পাউডার দিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। এই প্যাকটি কয়েক ঘন্টা ঢেকে রেখে দিন। তারপর এতে ১ টেবিল চামচ নারকেল তেল মিশিয়ে প্যাকটি আপনার পুরো চুলে লাগান। কয়েক ঘন্টা রেখে শ্যাম্পু করে নিন।

ত্বকের রূপকথায় দুধের সরের জাদু

যতই বিউটি পার্লারে গিয়ে ফেস ক্লিন আপ, ফেশিয়াল, ব্লিচিং এসব করানো হোক না কেন ধরোয়া উপাদানের কোনও বিকল্প নেই। ত্বকে যত বেশি কেমিক্যাল ব্যবহার করা হবে ত্বক তত তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যায়। দুদিনের জন্য ত্বক ফরসা করে লাভ নেই। এর দীর্ঘমেয়াদি ফল খুব একটা ভাল হয় না। যত বেশি কেমিক্যাল ব্যবহার করবেন ততই ত্বকের জন্য ক্ষতি।

প্রাচীন কালে রাজরানীরা ত্বকের পরিচর্যায় দুধের সর ব্যবহার করতেন। আর তাতেই খুলত ত্বকের জেল্লা। বিশেষজ্ঞদের মতে, সরে উপস্থিত এক নয়, একাধিক ভাবে ত্বকের জেল্লা বাড়ায়। শীতে ত্বকের জেল্লা বাড়াতে এই দুধের সরের কোনও জুড়ি নেই। বাইরে বেরোলেই ত্বকে টান পড়ে। ত্বক বুড়িয়ে যায়। এক্ষেত্রেও কাজে লাগানো যায় দুধের সর। রোদে ত্বক পুড়ে গেলে কিংবা কালো ছোপ ধরলে নিয়ম করে লাগিয়ে নিন দুধের সর। এক্ষেত্রে চামচ দুয়েক দুধের সরের সঙ্গে এক চামচ বেসন মিশিয়ে থকথকে একটা পেস্ট বানিয়ে নিতে হবে। এবার তা মুখে লাগিয়ে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর জল দিয়ে ধুয়ে নিলেই চলবে।

সারা বছরই ত্বক শুষ্ক থাকে? তাহলে তো দুধের সর মুখে লাগাতে ভুলবেন না যেন! কারণ, দুধের সর হল প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার, যা ত্বকের হারিয়ে যাওয়া আর্দ্রতা ফিরিয়ে আনে। এমনকী স্কিন সেলের নানা ক্ষতও দূর করে। ফলে ভিতর থেকে ত্বক এতটাই সুন্দর হয়ে ওঠে যে জেল্লা বাড়ে চোখে পড়ার মতো। দুধের সরের সঙ্গে মধু মেশালেই কাজ চলে যাবে। দুধের সর, কাঁচা হলুদ, বেসন, মধু আর লেবুর রস একসঙ্গে মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে নিন। এবার তা যত্ন করে মুখে লাগান। আর এতেই ফিরবে ত্বকের উজ্জ্বলতা। বিয়ের আগে এভাবে রূপচর্চা করলে লাগবে না ফেশিয়ালও।

দুধের সর আর ওটসের গুঁড়ো একসঙ্গে মিশিয়ে স্ক্রাবও বানিয়ে নিতে পারেন। নিয়ম করে মুখে লাগালে ধুলো, ময়লা উঠে যায়। ত্বক থাকে পরিষ্কার।

শ্যাম্পু করার পরেও চুলের তৈলাক্ত ভাব কাটছে না

শীতের মরসুমেও তৈলাক্ত চুল নিয়ে সমস্যায় পড়েন অনেকেই। চুলে অতিরিক্ত তেল আসার কারণে অনেকেই নানা সমস্যায় পড়তে হয়। এ কারণে চুলে ধুলাবালি জমে এবং চুলে নিস্তেজ ভাব আসতে শুরু করে। চুল নিস্তেজ হওয়ার কারণেও চুল পড়া শুরু হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেক সময় শ্যাম্পু করার পরের দিন থেকেই চুল চিটচিটে হয়ে যায়।

আপনাকেও কি প্রায়ই এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়? তাহলে আসুন আপনাকে জানিয়ে রাখি যে এর আসল কারণ আপনার মাথার ত্বকে।

দেখা যায়, চুল যদি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি তৈলাক্ত হয়ে যায়, তাহলে এর মানে মাথার ত্বকের তেলের গ্রন্থি থেকে বেশি পরিমাণে সিবাম বের হচ্ছে। আপনি যদি শীতকালেও এই সমস্যার সম্মুখীন হন, তাহলে কিছু ঘরোয়া উপায় অবলম্বন করলে অনেক অংশে এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠা যায়। জেনে নিন এই ঘরোয়া প্রতিকারগুলির সম্পর্কে

লেবু

যেকোনও ধরনের চিটচিটে বা তৈলাক্ত ভাব দূর করতে লেবুকে সবচেয়ে কার্যকর বলে মনে করা হয়। এটি খুবই সস্তা এবং এর ব্যবহারও সেরা ফলাফল দিতে পারে। মাথা ধোয়ার আধা ঘন্টা আগে স্ক্যাল্পে লেবুর রস লাগান। তারপর চুল ভাল করে ধুয়ে ফেলুন। তবে ঠাণ্ডায় দুপুরের দিকে এই প্রতিকারটি ব্যবহার করুন। মাথার ত্বকের অতিরিক্ত তেল দূর করার পাশাপাশি লেবুর রস খুশকিও দূর করবে।

দই

শুধু ত্বক নয় চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে দইকে সেরা উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এতে উপস্থিত অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল মাথার ত্বকে জমে থাকা তেল দূর করতে কাজ করে। এটি চুলকেও ময়েশ্চারাইজড রাখবে। এটি আধ ঘন্টা চুলে লাগিয়ে সাধারণ জল দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার

এক কাপ জলে ৩ থেকে ৪ চা চামচ অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার মিশিয়ে মাথার ত্বকে লাগান। এই মিশ্রণটি লাগানোর পর কিছুক্ষণ পর সাধারণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এই প্রতিকারটি ব্যবহারে মাথার ত্বকের অতিরিক্ত তেল বেরিয়ে আসবে এবং চুলের হারানো উজ্জ্বলতা ফিরে পাবেন।

টমেটো ও মুলতানি মাটি

চুল থেকে অতিরিক্ত তেল দূর করতে ২টি টমেটোর রস ও ১ চা চামচ মুলতানি মাটি মিশিয়ে নিন। এই পেস্টটি আপনার চুলের স্ক্যাল্পে লাগান এবং প্রায় ২০ থেকে ৩০ মিনিট রাখার পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এতেও চুলের অতিরিক্ত তেল দূর হয়ে যাবে।

১১নতুন বছরের শুরুতে চেহারায় পরিবর্তন আনতে ভুরুর স্টাইলের সামান্য পরিবর্তন করলেই হবে. চেহারার সঙ্গে ভুরুর আকৃতি ঠিকঠাক না হলে মুখের ধরনই বদলে যায়। তবে শুধু চেহারার নয়, চোখের সৌন্দর্যেরও অনেকটাই নির্ভর করে আইব্রো এর উপর। আইব্রো করাতে অনেকে পার্লারে যান, আবার অনেকে বাড়িতে নিজেই করে নেন। একবার আইব্রো করার পর অন্তত ২-৩ সপ্তাহের আগে আর করানো যায় না। তাই যখন আইব্রো করাবেন তার আগে ভেবে নিন আপনার মুখের আকৃতির সঙ্গে কী ধরনের আইব্রো ভাল লাগবে।

সব মুখে সরু আইব্রো মানায় না, আবার মোটা আইব্রো যে আপনার মুখের সঙ্গে মানাবে তার কোনও মানে নেই। সবার ভুরু জোড়া ঘন, কালো হয় না। তবে এখন বিভিন্ন আইব্রো পেন্সিল পাওয়া যায় মার্কেটে, যা দিয়ে আপনি নিজের পছন্দমতো আইব্রো এঁকে নিতে পারেন।

দুটি আয়না ব্যবহার করুন:- যখনই আইব্রো করবেন দুটি আয়না ব্যবহার করুন। একটা ছোট আর একটা বড় আয়না। আইব্রো করার সময় ছোট আয়নার ওপর নজর রাখবেন, আর বড় আয়নায় দেখবেন ঠিকঠাক আইব্রো হল কিনা। অবশ্যই সময় নিয়ে আইব্রো করবেন। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে খারাপ হয়ে যেতে পারে।

প্রতিদিন হালকা আইব্রাও করুন: আপনি পার্লারে না গিয়ে যদি বাড়িতে নিজেই আইব্রো করেন তাহলে একদিনে করতে যাবেন না। তার থেকে ভাল প্রতিদিন দু-একটা করে আইব্রো রিমুভ করা। এতে আপনি ভুরুর শেপ ঠিক রাখতে পারবেন। স্নান করার পর আইব্রো করার চেষ্টা করবেন।

ভুরুর ওপরের দিক থেকে প্লাক করবেন না:- কখনও ভুরুর ওপরের দিক থেকে প্লাক করবেন না। এতে আইব্রোর শেপ নষ্ট হয়ে যাবে। আইব্রো করার আগে ভাল করে ব্রাশ করে নিন, দেখুন আপনার ভুরুর শেপের বাইরে কোথাও হেয়ার আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে সেগুলোই প্লাক করুন শুধু। সবসময় ভুরুর চুলের গ্রোথ যেদিকে সেই দিকে প্লাক করবেন।

ভুরুর ন্যাচারাল শেপ রাখুন:- অনেকেই মোটা ভুরু হলে সরু করে শেপ করেন। অনেকে আবার জোড়া ভুরু থাকলে মাঝখানটা প্লাক করে আলাদা করে দেন। এসব একদম করবেন না। এতে ভুরু জোড়ার শেপ নষ্ট হয়ে যাবে। মুখের সৌন্দর্য হারিয়ে যাবে। আপনার ভুরুর প্রাকৃতিক শেপ যেটা সেটাই রাখবেন সবসময়।

সাবধানে ট্রিম করুন:- ট্রিম করলে আপনার ভুরু জোড়ার শেপ ভাল থাকবে। ট্রিম করার জন্য একটি স্পুলি ব্রাশ এবং সোজা কাঁচি দরকার। ভুরু ভাল করে ব্রাশ করার পর ট্রিম করুন।

শীতে নিস্তেজ ত্বকে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা আনবেন কীভাবে?

আপনার জন্য রইল ৪টি ফেসপ্যাকের সন্ধান শীতে যেমন বাড়ে শরীরের নানা সমস্যা তেমনই ত্বকেও নানা সমস্যা দেখা দেয়। শীতকালে আবহাওয়া থাকে শুষ্ক আর এই প্রভাব পড়ে আমাদের ত্বকেও। চামড়া খসখসে হয়ে যায়, টান পড়ে। প্রাকৃতিক আর্দ্রতাও নষ্ট হয়ে যায়। বাইরে দূষণ যেমন বেশি থাকে তেমনই শীতে ত্বকে ক্রিম, ময়েশ্চারাইজার. তেল-সবই ব্যবহার করা হয়।

সারাদিন ক্রিম, ময়েশ্চারাইজার মাথার ফলে মুখের উপর একটা ময়লার আস্তরণ পড়ে। এর ফলে নষ্ট হয়ে যায় ত্বকের উজ্জ্বলতা।

শীতে ত্বক যাতে পুষ্টি পায়, ত্বকের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য আর আর্দ্রতা যাতে বজায় থাকে তার জন্যই আপনি ব্যবহার করতে পারে বাড়িতে তৈরি ফেসপ্যাক। ত্বকের বিষয়ে আমরা সকলেই সচেতন। প্রাকৃতিক পুষ্টি সমৃদ্ধ উপাদান ব্যবহার করলে তা ত্বকের ওপর কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ফেলে না। তাই ঘরে তৈরি ফেসপ্যাক আপনার ত্বকের হারানো উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি ত্বককে পুষ্টি দান করবে। এর জন্য কী-কী ফেসপ্যাক আপনি ব্যবহার করতে পারবেন, দেখে নিন

অলিভ অয়েল এবং কফির তৈরির ফেস প্যাক এই ফেসপ্যাকটি তৈরি করতে এক থেকে দুই চামচ অলিভ অয়েল নিয়ে তাতে এক চামচ কফি মেশান। ভালো করে মিশিয়ে নিন। এই ফেসপ্যাকটি আপনার মুখ এবং ত্বকে লাগান। ১৫ মিনিটের জন্য এটি ত্বকের ওপর রেখে দিন। এরপর হালকা গরম জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

চন্দনের ফেস প্যাক

উজ্জ্বল ত্বক পেতে এক চা চামচ চন্দন গুঁড়ো এক চা চামচ মধুর সাথে মিশিয়ে নিন। এতে ১ থেকে ২ চা চামচ অ্যালোভেরা জেল মেশান। এই প্যাকটি আপনার ত্বককে হাইড্রেট করবে। এটি আপনার ত্বকের ওপর প্রয়োগ করুন এবং ১৫ মিনিটের জন্য রেখে দিন। ১৫ মিনিট পর হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। বিটরুট এবং মুলতানি মাটির ফেস প্যাক একটি পাত্রে এক টেবিল চামচ মুলতানি মাটির গুঁড়ো, ৩/৪ চা চামচ বিটরুট গুঁড়ো, এক থেকে দুই টেবিল চামচ দই এবং এক থেকে দুই ফোঁটা বাদাম তেল মেশান। এই আপনার ত্বকে ওপর প্রয়োগ করুন এবং ১৫ মিনিটের জন্য রেখে দিন। ১৫ মিনিট পর হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটি ত্বককে নরম করতে সাহায্য করবে।

দীপক রঞ্জন করের দুটি কবিতা

"আগমনী"

শরৎ এসেছে আনন্দ লগনে
নদীর দু'ধারে কাশের বনে।
কাননে শিউলি ফুলের মেলা
গগনে মেঘের পেঁজা তুলা।
হিমের পরশ হৃদয়ে জাগে
শিশির বিন্দু ঘাসের আগে।
প্রকৃতি ঝিলমিল রোদ সোনার
বাঙালি মনে আনন্দ অপার।
ঢাকের উপর পড়লো কাঠি
মায়ের আগমনে পরিপাটি।
বছর ঘুরে মায়ের বোধন
উল্লাসে সবার পুলকিত মন।

'শরৎ শোভা'

পদ্ম পাতায় বিছানা পাতা
দিঘির শান্ত জলে
অপরূপ শোভায় সজ্জিত
নীল আকাশ তলে।
নদী পাড়ে কাশ ফুলেরা
উড়ছে হাওয়ায় দোলে
বাতাসে সুবাস ছড়ায়
ভোরের শিউলি ফুলে।
বছর ঘুরে আসছেন মা
সাজো সাজো রবে,
আসছে শরৎ হাসছে জগৎ
হৃদয় আনন্দে সবে।
হিমেল বাতাস পরশ গায়ে
ধানের শীষে শিশির
শঙ্খ ঢাকে আসছে পুজো
স্বপ্নে জাগা নিশির।
ধনী গরিব সবার ঘরে
খুশির উৎসব ঐ
ছেলে বুড়ো সকল মিলে
আনন্দের হইচই।

দক্ষিণবঙ্গে গরমে বাড়বে ভোগান্তি, বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত উত্তরবঙ্গে

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : দক্ষিণবঙ্গ থেকে বিদায় নিতে চলেছে বর্ষা। তবে ”প্যাচপেচে” গরমে বাড়বে ভোগান্তি। পাশাপাশি বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হতে পারে উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলায়। তবে ক্রমশ কমবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ।

আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, আপাতত কয়েকদিন মেঘমুক্ত থাকবে দক্ষিণবঙ্গের আকাশ। দুই এক জায়গায় আংশিক মেঘলা থাকতে পারে আকাশ। বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্যের জন্য অস্বস্তি বাড়বে। বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বড় হাওয়া বদলের সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ এদিন থেকে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ কমবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। সপ্তাহান্তে শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া।

শনিবার মহালয়ার দিন মূলত মেঘমুক্ত থাকবে আকাশ। বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা অনেকাংশে কম। আবহাওয়ার বদলও শুরু হবে ওই দিন। দক্ষিণা বাতাসের পরিবর্তে পুব এবং উত্তুরে বাতাস প্রভাব বিস্তার করায় তাপমাত্রা বেশ কিছুটা কমতে পারে। অর্থাৎ বর্ষা বিদায়ের পর ধীরে ধীরে ঠান্ডা হবে আবহাওয়া। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় কলকাতার আকাশ থাকবে পরিষ্কার, মেঘমুক্ত। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ক্রমশ কমবে। আগামী দু”দিন আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও ধীরে ধীরে কমবে। আপাতত শহরে বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই।

বুধবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.৮ ডিগ্রি, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮ ডিগ্রি, যা স্বাভাবিকের থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। এদিন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ছিল সর্বাধিক ৯১ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৪৮ শতাংশ।

পাশাপাশি আগামী ২৪ ঘণ্টা উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ধীরে ধীরে উত্তরবঙ্গে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমবে, কমবে বৃষ্টিপাতও। এদিকে আগামী ২৪ ঘণ্টায় কর্নাটক, তামিলনাড়ু, পণ্ডিচেরি, করাইকাল, কেরালাতে বৃষ্টিপাত হবে। ধীরে ধীরে গোটা দেশেই কমবে বৃষ্টি।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, আগামী দুই দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা থেকে শুরু হবে বর্ষা বিদায় পর্ব। এছাড়াও তেলঙ্গানা, মহারাষ্ট্র থেকে ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পুরোপুরি ভাবে বিদায় নেবে বর্ষা। এছাড়াও একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা উত্তরপ্রদেশ থেকে অসম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে যা বিহার এবং উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে গিয়েছে। একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা শুক্রবার উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করবে।

লস্কর-ই-তৈয়বার সন্ত্রাসী মডিউল ফাঁস পঞ্জাব পুলিশের, ধৃত ২

পঞ্জাব, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): পঞ্জাব পুলিশ লস্কর-ই-তৈয়বার সন্ত্রাসী মডিউলকে ফাঁস করে তা প্রকাশ্যে এনেছে। এছাড়া জম্মু-কাশ্মীর থেকে দুজনকে গ্রেফতারও করেছে পঞ্জাব পুলিশ। শনিবার পঞ্জাব পুলিশ এই তথ্য জানিয়েছে।

পঞ্জাব পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে দুটি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি), দুটি হ্যান্ড গ্রেনেড, একটি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন, ২৪টি কার্তুজ, একটি টাইমার সুইচ, আটটি ডেটোনেটর এবং চারটি ব্যাটারি সহ গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে। রাজ্যের পুলিশ প্রধান গৌরব যাদব শনিবারের এই অপারেশনকে একটি 'বড় অগ্রগতি' বলেছেন। লস্কর-ই-তৈবার সক্রিয় সদস্য ফিরদৌস আহমেদ ভাট সন্ত্রাসী মডিউলে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। পঞ্জাবের শান্তি বিঘ্নিত করাই এদের লক্ষ্য ছিল বলে গৌরব যাদব জানান।

কলকাতায় বিদ্যা বালান, মহালয়ার সকালে পুজো দিলেন কালীঘাট মন্দিরে

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): মহালয়ার সকালে ভিড়ে জমজমাট কালীঘাট মন্দির। এর মধ্যেই পুজো দিতে হাজির বিদ্যা বালান। বাঙালি পোশাকে পুজো দিলেন বলিউড অভিনেত্রী। দিন দেখে নয়, কলকাতায় এলেই কালীঘাট মন্দিরে পুজো দেন বলে জানিয়েছেন বিদ্যা বালান। সঙ্গে ছিলেন অভিনেত্রীর মুম্বইবাসী বোন ও ভগ্নিপতি। বাংলার মানুষকে শারদোৎসবের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিদ্যা বালান।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই কালীঘাট মন্দিরে সাধারণ দর্শনার্থীদের ভিড়।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে ভিড়ও। বাঙালি সাজে এদিন মন্দিরে হাজির হন ”কাহানি” অভিনেত্রী। খালি পায়ে মন্দিরের সামনের গেট দিয়েই বাকিদের মতো প্রবেশ করেন তিনি। পুজো দিলেন।

কলকাতায় অভিনেত্রী এসেছেন একাধিক কাজ নিয়ে। তবে যখনই আসেন, তখনই কালীঘাটে পুজো নিশ্চিতভাবে দেন, জানান অভিনেত্রী।

পরনে লাল শাড়ি, চুল তুলে খোঁপা করে হাতে পুজোর ডালা নিয়ে দেখা যায় তাঁকে। স্বাভাবিকভাবেই সাত সকালে মন্দিরে বলি তারকাকে দেখে উচ্ছ্বসিত সাধারণ মানুষ। অনেকেই কথা বলতে চান, ছবি তুলতে চান। মিটিয়েছেন সেলফির আবদারও।

পানিহাটিতে তর্পণ করতে এসে গঙ্গায় তলিয়ে গেলেন ব্যক্তি

পানিহাটি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগনা পানিহাটি গিরিবালা গঙ্গার ঘাটে তর্পণ করতে এসে গঙ্গার জলে তলিয়ে গেলেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে খড়দহ থানার পুলিশ। তর্পণের দিন পানিহাটির ঘাটে প্রচুর মানুষের ভিড় হয় প্রতি বছরই। এবারও ভোরের আলো ফোটার আগে থেকেই মানুষ ভিড় করতে থাকেন ঘাটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে স্ত্রীকে নিয়ে উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা শেখর মণ্ডল পানিহাটি গিরি বালা ঘাটে তর্পণ করতে গিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, গঙ্গা স্নান করতে নামেন শেখর নামে ওই ব্যক্তি। তাঁর স্ত্রীর কাছে ব্যাগ, জামাকাপড় খুলে রেখে নেমেছিলেন। স্ত্রী ঘাটেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। স্নান করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছিলেন শেখর। আচমকাই পা পিছলে যায়। সিঁড়ি থেকে পিছলে একেবারে গঙ্গায় পড়ে যান তিনি। তখন সেখানে বাকি যাঁরা ছিলেন, তাঁরা প্রাথমিকভাবে খোঁজ করতে থাকেন। পরে গঙ্গায় ডুবুরি নামিয়ে খোঁজ চালানো হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, ঘাটের সিঁড়িগুলিতে অত্যন্ত পলি পড়ে রয়েছে। সেগুলি পরিষ্কারের কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। পলি পড়তে পড়তে সিঁড়ি পিছল হয়ে গিয়েছে।ভেজা পায়ে উঠতে গিয়ে পিছলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় বাহিনীও রয়েছে। ঘটনাস্থলে খড়দহ থানার আধিকারিকরাও পৌঁছেছেন।

রাজস্থানের প্রতাপগড়ে বাসের সঙ্গে ট্রলির সংঘর্ষে মৃত ৪, আহত ১৭

প্রতাপগড়, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): রাজস্থানের প্রতাপগড় জেলায় একটি বাসের সঙ্গে ট্রলির সংঘর্ষে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। ১৭ জন যাত্রী আহত হয়েছে। শনিবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।জানা গেছে, এদিন ভোরে একটি বাস লাম্বা ডাবরা এবং কাতারন কা খেরা থেকে ৪১ জন যাত্রী নিয়ে সানওয়ালিয়াজি এবং শনি মহারাজের দর্শনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। বাসের যাত্রীরা সানওয়ালিয়াজি এবং শনি মহারাজের দর্শনের উদ্দেশে বেরিয়েছিল। সোহাগপুরে একটি ট্রলির সঙ্গে বাসের সংঘর্ষে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

প্রতাপগড় জেলার কালেক্টর ইন্দ্রজিৎ যাদব জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে এবং প্রায় ১৭ জন আহত হয়েছেন।

তিনি আরও জানান, তাদের চিকিৎসার জন্য পুরো মেডিকেল টিম কাজ করছে। তিনি এবং পুলিশ সুপার (এসপি) আহতদের সঙ্গে দেখা করেছেন। তদন্তের পর বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

আহতদের চিকিৎসা চলছে। আহতদের পরিবারও হাসপাতালে এসেছে। হাসপাতাল চত্বরে নিরাপত্তার জন্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান জীবনলাল জানান, আমরা গ্রাম থেকে সকাল সাড়ে ৪টে নাগাদ ৪১ জন পুন্যার্থী নিয়ে দর্শনের জন্য রওনা হয়েছিলাম। কিন্তু গ্রাম থেকে কয়েক কিলোমিটার যাওয়ার পরেই, ৫৬ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি ট্রলিকে ওভারটেক করতে গিয়ে বাসটি তার সঙ্গে ধাক্কা খায়। দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ১৭ জনের চিকিৎসা চলছে।

ফেরি পরিষেবা শুরু তামিলনাড়ুর নাগাপট্টিনম এবং শ্রীলঙ্কার কাঙ্কেসান্তুরাইয়ের মধ্যে

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): তামিলনাড়ুর নাগাপট্টিনাম এবং শ্রীলঙ্কার উত্তর প্রদেশের জাফনার কাছে কাঙ্কেসান্তুরাইের মধ্যে ফেরি পরিষেবা শুরু হল। শনিবার থেকে এই পরিষেবার সূত্রপাত হয়।

জুলাই মাসে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতির ভারত সফরের সময় উভয় দেশের নেতারা ফেরি পরিষেবার ঘোষণা করেছিলেন। শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার পরিচালনায় এই ফেরি পরিষেবাটি চালু হয়েছে। এই হাই-স্পিড ফেরিটির ধারণক্ষমতা ১৫০।

নাগাপট্টিনাম থেকে কাঙ্কেসান্তুরাই যেতে ফেরির সময় লাগবে ৩.৫ ঘন্টা। সমুদ্রের অবস্থা ঠিকঠাক থাকলে এত কম সময়ের মধ্যেই ফেরি গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। ১১০ কিমি দূরত্ব মাত্র সাড়ে ৩ ঘন্টাতেই পাড় করবে ফেরি।

বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, এই ফেরি পরিষেবা শুরুর উদ্দেশ্য হল, ভারত মহাসাগর অঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ বাড়ানো।

শ্রীলঙ্কা ও ভারতের মধ্যে সরাসরি যাত্রীবাহী ফেরি পরিষেবা চালু হওয়ায় উভয় দেশের জনগণ সহজে ও সাশ্রয়ী মূল্যের সংযোগ পাবে।

তর্পণের সময়ে কালনার ভাগীরথীতে কুমির-আতঙ্ক, বোমা ফাটালেন বনকর্মীরা

কালনা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : শনিবার মহালয়ার দিনে কালনার ভাগীরথীতে কুমির আতঙ্ক কাটাবার জন্য বোমা ফাটাচ্ছেন বন কর্মীরা। তর্পণ করতে ভাগীরথীতে জড়ো হয়েছে শয়ে শয়ে মানুষ। তাই এদিন বনদফতরের তরফ থেকে নদী তীরবর্তী সমস্ত ঘাটে জল বোমা ফাটানো হচ্ছে। মাইকে করে প্রচার চালানো হচ্ছে নদী বক্ষে।

প্রসঙ্গত, ক'দিন আগে কালনার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পালপাড়ায় লোকালয়ের মধ্যেই একটি কুমির ঢুকে পড়েছিল।

গভীর রাতে ওই এলাকায় কুকুর প্রচণ্ড ডাকতে শুরু করেছিল। পরে এলাকাবাসীরা দেখে পাড়ার মধ্যে কুমির ঘুরে বেড়াচ্ছে। গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ওই এলাকার পাশেই ভাগীরথী। তাই সেখান থেকে কুমির লোকালয়ে চলে আসতে পারে।

ওই নদীবক্ষেই আবার সেখানকার বাসিন্দার মহালয়ার দিন তর্পণ করেন। তাই এদিন সকাল থেকেই বনকর্মীরা বিশেষভাবে সক্রিয় সেখানে।

সাঁকরাইলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে ভোজ্য তেলের গুদামে ভয়াবহ আগুন

হাওড়া, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : হাওড়ার সাঁকরাইলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে একটি ভোজ্য তেলের গুদামে ভয়াবহ আগুন। শনিবার সকাল ৭টা নাগাদ আগুন লাগে। গুদামে প্রচুর পরিমাণে ভোজ্য তেল থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে দমকলের ১৩টি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সকাল ৭টা নাগাদ আগুন লাগে ওই গুদামে। প্রথমে গুদামের ভিতর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। পরে বাইরেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের কর্মীরা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠী এবং জেলাশাসক দিপাপ পি। দমকল সার্ভিসের কর্মকর্তারা বলেন, আগুন ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করা হয়েছে। চারদিক থেকে জল ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়েছে। খুব শিগগিরই আগুন নিভে যাবে। গুদামের ভিতরে ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ঠিক ছিল কি না তা তদন্ত করবে পুলিশের সাথে ফায়ার ডিপার্টমেন্ট টিম। আগুন লাগার কারণও খতিয়ে দেখা হবে। প্রসঙ্গত, জুলাই মাসে হাওড়ার মঙ্গলাহাট বাজারে একই রকম একটি বিশাল অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল।অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই ঘটনার চার মাসের মধ্যে আবার হাওড়ায় অগ্নিকাণ্ড ঘটল।

হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

তামুলপুরে সড়ক দুর্ঘটনা, হত এক, ধূলিস্যাৎ বাসগৃহ

তামুলপুর (অসম), ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : তামুলপুরে ভয়ংকর এক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে জনৈক গৃহস্থের। একই ঘটনায় দুরন্ত গাড়ির ধাক্কায় ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে একটি বাসগৃহ।

দুর্ঘটনাটি শুক্রবার রাতে সংঘটিত হয়েছে। জানা গেছে, ভুটান থেকে আগত পিবি ০৪ এই ৮১৮০ নম্বরের পণ্যবাহী একটি ট্রেলার জাতীয় সড়কের পার্শবর্তী জনৈক তপন কলিতার বাসগৃহে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দেয়। প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে তপন কলিতার ঘরে ঢুকে নিদ্রাচ্ছন্ন একজনকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলে ট্রেলারটি। ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই অকুস্থলে ছুটে যায় তামুলপুর সদর থানার পুলিশ। পুলিশ হতাহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যায় সরকারি হাসপাতালে। নিহত ব্যক্তির ময়না তদন্তের জন্য মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রেখে আহতদের চিকিৎসা চলছে।

বিহারের সরকারি অফিসে সাপ্তাহিক ছুটি বাতিল

পাটনা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.):রাজ্যের সব সরকারি অফিসে সাপ্তাহিক ছুটি বাতিল করল বিহার সরকার। শনিবার মুখ্যসচিব এবিষয়ে নির্দেশিকা জারি করেছেন। এই আদেশের পর বিহারে শনিবার ও রবিবার সব সরকারি অফিস খোলা থাকবে।

বিহার সরকারের তরফ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কারণ তারা অবিলম্বে পদোন্নতিতে সংরক্ষণ কার্যকর করতে চায়। রাজ্যের প্রশাসনিক স্বার্থে, পদোন্নতিতে সংরক্ষণ সংক্রান্ত পরিকল্পিত কাজ সম্পাদনের জন্য মুখ্যসচিবের তরফে এই আদেশ জারি করা হয়েছে। আদেশে বলা হয়েছে, ৩, ৪, ৮, ৯, ১২, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ২৪ এবং ২৭ তারিখে সমস্ত সরকারি অফিস অন্যান্য কর্মদিবসের মতো খোলা থাকবে। ১৪ অক্টোবর শনিবার এবং ১৫ অক্টোবর রবিবার। আদেশ জারির পর আগামী সপ্তাহ থেকে পদোন্নতির বিজ্ঞপ্তি দেওয়া শুরু হবে।

মহারণের আগে বিনোদন নিয়ে বিস্তারিত জানাল বোর্ড

আমেদাবাদ, ১৪ অক্টোবর(হি.স.) :মহারণের আগে বিসিসিআইয়ের তরফে অনুষ্ঠানসূচীও প্রকাশ করা হয়েছে। দুপুর ১২.৩০ টায় শুরু হবে এই প্রি-ম্যাচ সেরেমনি। সাধারণত খেলার ২ ঘণ্টার আগে যেমন স্টেডিয়ামে প্রবেশের অধিকার পান দর্শকরা, এবার তা বাড়িয়ে ৪ ঘণ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ বেলা ১১ টায় স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতে পারবেন দর্শকরা। আর এই ম্যাচের টিকিটের হাহাকার মেটাতে আরও কয়েক হাজার বাড়তি টিকিট ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই। এদিকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা আমেদাবাদ শহর।

এদিকে খেলা শুরুর আগে চাঁদের হাটের আয়োজন করে ফেলেছে বিসিসিআই। স্টেডিয়াম মাতাতে থাকছেন অরিজিৎ সিং, শঙ্কর মহাদেবন থেকে শুরু করে সুখবিন্দর সিং,সুনিধি চৌহান বাদ থাকছেন না কেউ-ই।

সশস্ত্র বাহিনীর জন্য পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ : অনিল চৌহান

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান। তিনি জানান, দক্ষিণের বিশ্বনেতা হিসাবে ভারতের আবির্ভাব ঘটবে। জি-২০ সম্মেলনে ভারতের সফল পরিচালনা সেই দিকেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

জেনারেল অনিল চৌহান শনিবার বেঙ্গালুরুতে এয়ার ফোর্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ১৪তম এয়ার চিফ মার্শাল এলএম কাটরে মেমোরিয়াল—এ বক্তব্য রাখছিলেন। ভাষণে তিনি ভারত প্রসঙ্গে একথা বলেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, পরিবর্তন ও নতুন কিছুকে গ্রহণ করা বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সশস্ত্র বাহিনীর জন্য পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ কারণ পরিবর্তন আমাদের চারপাশে ঘটছে। তিনি আরও বলেন, তিনজন সেনা প্রধান এবং আমি চেষ্টা করছি এই সংস্কারগুলিকে একটি নির্দিষ্ট দিকে পরিচালিত করার। কারণ এখন আমরা এমন এক যুগে প্রবেশ করেছি যা অনিশ্চিত, এর জন্য এক ধরনের রূপান্তরমূলক পরিবর্তন প্রয়োজন। ভারতের সশস্ত্র বাহিনী তাদের চারপাশে ঘটা পরিবর্তনগুলিকে মানিয়ে নিতে তৈরি রয়েছে।

নানা রঙের সুতোর কাজ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ফালাকাটা মশলাপট্টির পুজো

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর, (হি.স.) : ফালাকাটা মশলাপট্টির পুজো দেখলে ধাঁধিয়ে যাবে দর্শনার্থীদের চোখ। থিম মায়াজালে নানা রঙের সুতোর কাজ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ফালাকাটার অন্যতম মশলাপট্টির পুজো। প্রতিবারই অভিনব থিম দর্শনার্থীদের সামনে নিয়ে আসে এই ক্লাব।

পাশাপাশি সমাজসেবাতেও নজির রেখেছে এই ক্লাব। এ বারের পুজো ৫২ তম বর্ষে পদার্পণ করছে। থিম রাখা হয়েছে ‘মায়াজাল’। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইল্লা থিমের ভাবনা ফুটিয়ে তুলছেন মণ্ডপজুড়ে। চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি।

ক্লাবের পক্ষ থেকে শুভব্রত দে জানান, “মণ্ডপটির মাধ্যমে মায়ার বাঁধন তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে।ব্যস্ততম জগতে মায়া হারিয়ে যাচ্ছে।ছোট ছোট জিনিস ব্যবহার করে শৈশব মনে করানর চেষ্টা করা হবে দর্শনার্থীদের।” মণ্ডপে কোনও দাহ্য বস্তু ব্যবহার করা হয়নি বলে জানা। সুতোর কাজ হয়েছে। সেগুলো লোহার কাঠামোয় বসানো হয়েছে।প্লাস্টিক,থার্মোকল ব্যবহৃত হয়নি। পরিবেশ বান্ধব মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে। পুজো মণ্ডপের সৌন্দর্য যাতে নষ্ট না হয়, তার জন্য রাখা হবে প্রচুর স্বেচ্ছাসেবী।

ভারতে করোনার সক্রিয় রোগী বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫৯; ২৪ ঘন্টায় সুস্থ ৪১ জন, মৃত্যু শূন্য

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মাঝেমধ্যেই ওঠানামা করছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৫১ জন। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যুর খবর নেই। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৪১ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৩৫৯ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩২,০৩৭।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনি বার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৭, ১৬৫ জন করোনা-রোগী। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৩ অক্টোবর সারা দিনে ভারতে ২০, ১৩৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। মোট টিকাকরণের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৭৩,২৮২-তে পৌঁছেছে।

ডুয়ার্সের দুটি চা বাগান বন্ধ হয়ে গেল

জলপাইগুড়ি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): পুজোর মুখে একের পর এক চা বাগান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ডুয়ার্সের চা বলয়ে। শুক্রবার দু'টি চা বাগান বন্ধ হয়েছে। তার ২৪ ঘন্টার মধ্যে তালা ঝুলল আরও এক জোড়া চা বাগানে। মহালয়ার সকালে ডুয়ার্সের বানারহাট ব্লকের কাঁঠালগুড়ি ও চমুর্চি চা বাগান বন্ধ হয়ে গেল।

শনিবার সকালে চা বাগানে শ্রমিকরা সেখানে গিয়ে দেখতে পান, তালা বন্ধ গেট। বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছেন মালিক কর্তৃপক্ষ। গত দু'দিনে এই নিয়ে ডুয়ার্সে মোট চারটি চা বাগান বন্ধ হয়ে গেল। কিছুদিন আগে আরও একটি চা বাগান বন্ধ হয়েছিল। সব মিলিয়ে পুজোর মুখে মোট পাঁচটি চা বাগান বন্ধ হল জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সের চা বলয়ে।

হঠাৎ করে পুজোর মুখে চা বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে শ্রমিকদের। রাতারাতি কর্মহীন হয়ে পড়েছেন প্রায় কয়েক হাজার শ্রমিক। পুজোর মুখে যখন গোটা বাংলা উৎসবের মেজাজে, তখন রুজি রোজগারের চিন্তায় দিশেহারা এই চা বাগানের শ্রমিকরা। উৎসবের আনন্দ প্রায় ফিকে হয়ে গিয়েছে সেখানে। ডুয়ার্সের চা বলয়ে কাজ হারানো শ্রমিকদের মধ্যে এখন শুধুই বিষাদের ছায়া। কীভাবে সংসার টানবেন, তা ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছেন না কর্মহীন চা শ্রমিকরা।

রৌণক সাধওয়ানিকে অভিনন্দন নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক দাবা সংগঠন (ফাইড) আয়োজিত বিশ্ব জুনিয়র দ্রুত দাবা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার জন্য রৌণক সাধওয়ানিকে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, “ওয়ার্ল জুনিয়র র‍্যাপিড চেস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩-এ অসাধারণ জয়ের জন্য রৌণক সাধওয়ানিকে অভিনন্দন! তাঁর কৌশলগত প্রতিভা এবং দক্ষতা বিশ্বকে বিস্মিত এবং জাতিকে গর্বিত করেছে। তিনি যেন তাঁর ব্যতিক্রমী কৃতিত্ব দিয়ে আমাদের দেশের তরুণদের অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। তাঁর ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টার জন্য শুভকামনা প্রসঙ্গত, রৌনক সাধওয়ানি একজন ভারতীয় দাবা গ্র্যান্ডমাস্টার। মাত্র ১৩ বছর বয়সে একজন গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছেন। তিনি ইতিহাসের নবম সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় এবং ৪র্থ সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় যিনি খেতাব পান।

বাংলায় মহালয়ার অভিনন্দন অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর, (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশাপাশি শনিবার বাংলায় মহালয়ার অভিনন্দন জানালেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

অমিতবাবু এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, “মহালয়ার এই শুভক্ষণে আমি সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। মা দুর্গা যেন আমাদের সকলের উপর তাঁর ঐশ্বরিক কৃপা বর্ষণ করেন এবং সুস্থ ও সমৃদ্ধশালী জীবনের জন্য আশীর্বাদ প্রদান করেন।”

উলুবেড়িয়া-সহ বিভিন্ন স্থানে সিবিআইয়ের হানা

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): পাসপোর্ট জালিয়াতির অভিযোগে সিবিআই হানা দিল রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। কলকাতার রুবি, সল্টলেক ছাড়াও হাওড়াতেও সিবিআইয়ের তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। দার্জিলিং এবং শিলিগুড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা অভিযান চালায় বলে খবর। সিবিআইয়ের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, শনিবার সারা দেশে অন্তত ৫০ জায়গায় তল্লাশি চলে। শনিবার ভোরে হাওড়ার উলুবেড়িয়ার মহিশালীর বাসিন্দা জনৈক শেখ সাহানুরের বাড়িতে যায় সিবিআইয়ের ছয় সদস্যের একটি দল। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ঘিরে রাখা হয় সাহানুরের বাড়ি। প্রায় ৬ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ওই ব্যক্তিকে। সূত্রের খবর, তার পরও সাহানুরের জবাবে খুশি হতে পারেননি তদন্তকারীরা। তাঁরা আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাহানুরকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যান। অন্য দিকে, ইএম বাইপাসের রুবি এলাকায় পাসপোর্টের অফিসে সাতসকালে সিবিআইয়ের একটি বড় দল গিয়েছিল।

সাহানুরের প্রতিবেশীদের সূত্রে খবর, তিনি ভিসা এবং পাসপোর্টের কাজ করতেন। তাঁর অফিস সল্টলেকে।

কাশ্মীর উপত্যকার উঁচু এলাকায় তুষারপাত অব্যাহত

শ্রীনগর, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকার উঁচু এলাকায় তুষারপাত অব্যাহত রয়েছে। শনিবার এই তুষারপাতের সঙ্গে উপত্যকার নীচু এলাকায় সমতলে বৃষ্টিপাত জারি রয়েছে। রাজদান পাস সহ গুরেজ উপত্যকার উঁচু এলাকায় তুষারপাত হচ্ছে। এদিন সমতল ভূমিতে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। রাতভর অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে রাজদান এবং আশেপাশের এলাকায় তুষারপাত অব্যাহত রয়েছে। এরফলে বান্দিপোরা-গুরেজ মহাসড়কে যানবাহন চলাচলের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কাশ্মীর উপত্যকার অন্যান্য অংশে বৃষ্টিপাতের দরুণ তাপমাত্রা অনেকটাই কমেছে। এলাকায় তুষারপাত এবং ভারী বৃষ্টির কারণে সিন্থান টপ এবং মার্গান রোডও যান চলাচলের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর শুক্রবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের বিচ্ছিন্ন জায়গায় বৃষ্টি এবং তুষারপাতের পূর্বাভাস জারি করেছিল।

ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা: প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : আজ ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে। শনিবার তামিলনাড়ুর নাগাপট্টিনম এবং শ্রীলঙ্কার কাঙ্কেসান্তুরাইয়ের মধ্যে ফেরি সার্ভিসের সূচনা উপলক্ষে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি আমাদের সম্পর্ক জোরদারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এর ফলে ভারত ও শ্রীলঙ্কার সংস্কৃতি, বাণিজ্য ও সভ্যতার ইতিহাসের আদান-প্রদান শুরু হল। প্রসঙ্গত, শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌপরিবহন এবং জলপথ ও আয়ুষ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল তামিলনাড়ুর নাগাপট্টিনাম এবং শ্রীলঙ্কার কাঙ্কেসান্তুরাইয়ের মধ্যে ফেরি পরিষেবার ফ্ল্যাগ অফ করেছেন।

জার্মানিতে যাত্রী ভর্তি ভ্যান উল্টে নিহত সাতজন, আহত আরও ১৬

বার্লিন, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : দক্ষিণ জার্মানির মিউনিখের পূর্ব দিকে এ-৯৪ হাইওয়েতে যাত্রী ভর্তি একটি ভ্যান উল্টে সাতজন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৬ জন। নিহতদের মধ্যে ছয় বছরের একটি শিশুও রয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার ভোর ৩টার দিকে। শনিবার স্থানীয় পুলিশ আধিকারিকরা এই তথ্য দিয়েছেন। পুলিশ আধিকারিকরা বলছেন, ভ্যানটি ওভারলোড থাকায় পুলিশ তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। চালক সেটা উপেক্ষা করে ভ্যানের গতি ঘণ্টায় ১৮০ কিলোমিটার বাড়িয়ে দেন। কিছুক্ষণ পর ভ্যানটি উল্টে যায়। ভ্যানে থাকা ব্যক্তিরা সিরিয়া ও তুরস্কের বাসিন্দা। আহতদের মধ্যে চালক ও একজন

রাজ্য সরকার চায় সব অংশের মানুষের মুখে হাসি ফুটুক ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। রক্তদান ও ব'দান দুটোই মহতি উদ্যোগ। রাজ্য সরকার চায় সব অংশের মানুষের মুখে হাসি ফুটুক। এই সরকার আমার সরকার এই ভাবনাকে সৃষ্টি করতে চাই আমরা। আজ টাউন প্রতাপগড়স্থিত শ্রী শ্রী রামচন্দ্রদেবের সমবেত উৎসব মন্দির কমিটির উদ্যোগে আশ্রম প্রাঙ্গণে আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে রক্তদান উৎসব ও ব' বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার গরিব মানুষদের ভাতা ৭০০ টাকা থেকে পর্যায়ক্রমে বাড়িয়ে ২ হাজার টাকা করেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব দিক থেকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের গরিবদের কল্যাণে আয়ুমান ভারত জন আরোগ্য যোজনা নামে বৃহত্তর যোজনা চালু করেছেন। সেই যোজনার মতো রাজ্যেও মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা চালু করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গরিবদের জন্য চিন্তাভাবনা করছেন। আমরা চাই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজীব ভ-াচার্য, মন্দির কমিটির সহ সভাপতি অসীম সাহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কর্পোরেটর অ'না দাস। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী দুঃস্থদের মধ্যে ব' বিতরণ করেন এবং রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের সাথে কথা বলে তাদের উৎসাহিত করেন।

আগমনীর বার্তা

● প্রথম পাতার পর

তাছাড়া এদিন মহালয়ার সকালে আগরতলা শহরে বিভিন্ন জায়গায় উৎসাহী মানুষের ঢল। দেবীর আগমনকে ঘিরে আজ সকালে এমবিবি কলেজ চত্বরে কলেজ পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে সকলের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গিয়েছে। উৎসবে মাতেয়ারা কলেজ পড়ুয়া সহ সকলের মধ্য সেলফি তুলতে দেখা গিয়েছে।

এদিন শহরের নিরাপত্তা সুরক্ষিত রাখতে প্রশাসনের তরফে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছে। আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ। কোন রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বিভিন্ন জায়গায় নাকা পয়েন্টে বসেছিল পুলিশ।পাশাপাশি বিভিন্ন গাড়ি ও স্কুটির সঠিক কাগজপত্র আছে কিনা,গাড়ির চালক ও যাত্রীদের সিটবেল্ট ব্যবহার করছেন কিনা তা পর্যবেক্ষন করা হয়েছে। তাছাড়া নেশাগ্রস্ত অবসায় গাড়ি চালালে তাঁদের জরিমানা করা হয়েছে।

দাবিতে অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

সোনারূপাসা এলাকায় পথ অবরোধের নামলেন গ্রামবাসীরা।

উল্লেখ্য এই দেড় কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের জন্য ২৭ জুন একবার একই রাস্তায় একই জায়গায় অবরোধ করেছিল গ্রামবাসীরা। তখন পূর্ত দপ্তরের এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং কুমারঘাট থেকে সুপারিনটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এসে গ্রামবাসীকে আশ্বাস দিয়েছিল যে ২৫ বছর যাবত রাস্তার সংস্কার হচ্ছে না তা অতি সত্তর সংস্কার করে দেওয়া হবে। কিন্তু সাড়ে তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও রাস্তার সংস্কারে হাত না দেওয়ায় অবশেষে গ্রামবাসীরা পুনরায় শনিবার অর্থাৎ ১৪ অক্টোবর সকাল দশটা থেকে ধর্মনগর কদমতলা মূল সড়ক অবরোধে নামে। অবরোধের জেরে যান চলাচল স্তব্দ হয়ে পড়ে। আজ গ্রামবাসীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বসে যে সংস্কারের কাজ শুরু না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য এই অবরোধ চলবে। দপ্তরের কর্মকর্তারা যোগাযোগ করে ও কোন লাভ হয়নি। অবশেষে চার ঘন্টা রাস্তা অবরোধ থাকার পর সরাসরি ঠিকাদার দিয়ে এলাকায় মালপত্র পাঠিয়ে কাজ শুরু করতে বাধ্য হয় পূর্ত দপ্তর।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

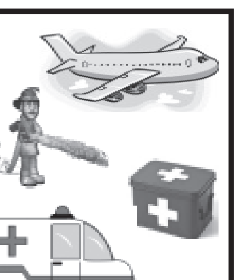

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দুর্গা পূজার উৎসবে মাতছে দুবাইয়ের বাঙালীরাও

দুবাই, ১৪ অক্টোবর(হি.স.): দুর্গা পূজার উৎসবে মাতছে সুদূর দুবাইয়ের বাঙালীরা। তাই মহালয়ার সকালে দুবাইয়ের ভারতীয় বঙ্গীয় পরিষ মহা সমারোহে উপস্থাপিত করল তাদের মহালয়ার অনুষ্ঠান।ভারতীয় বঙ্গীয় পরিষদের প্রেসিডেন্ট মধুসূদন দত্ত চৌধুরী জানালেন, মহালয়ার অনুষ্ঠানে প্রায় পঁয়তাল্লিশজন অংশগ্রহণ করেছেন। যাদের বয়স পাঁচ থেকে পঁয়তাল্লিশ! অনুষ্ঠান হল তিনটি পর্য্যায়ে। সূচনায় চিরাচরিত চন্ডীপাঠ-সহ মহালয়ার গান, যা পরিচালনা করেছেন সোমদত্তা বসু। চণ্ডীপাঠে শুভতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর ছোটদের মহালয়া। যেখানে কচিকাঁচাদের সমবেত কবিতা এবং নৃত্য। আর অনুষ্ঠান শেষ হয় দুর্গা কবিতা ও নৃত্যের মেলবন্ধন দিয়ে। নৃত্য পরিচালনা করেছেন সোমদত্তা মুখোপাধ্যায়। কবিতার পাঠশালা বসেছিল অরিজিতের সঙ্গে।সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় ছিলেন এষা সেনগুপ্ত।প্রেসিডেন্ট মধুসূদন দত্ত চৌধুরী সকলকে অগ্রিম শারদ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন, তাদের উদ্যোগে এবারের আসন্ন দুর্গাপুজোয় রয়েছে অনেক চমক। সকলে এখন তারই অপেক্ষায়।

অমাবস্যার শেষ শ্রাদ্ধে পিতৃপুরষদের উদ্দেশে তর্পণ কাশ্মীরেও

উধমপুর, ১৪ অক্টোবর(হি.স.): সারা দেশের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরেও চলল পিতৃ তর্পণ। শনিবার মহালয়ার দিন প্রচুর মানুষ পবিত্র দেবিকা নদীতে স্নান সেরে পিতৃ তর্পণ করেন। এবং পূর্বপুরুষদের স্মরণে প্রচুর দান করেন।অমাবস্যার শ্রাদ্ধ ছিল শনিবার। এই উপলক্ষ্যে লোকেরা পবিত্র দেবিকা নদীতে পৌঁছে সেখানে স্নান করে এবং তাদের পূর্বপুরুষদের স্মরণে সেখানে বসে থাকা পণ্ডিতদের কাছ থেকে পূজা করায় এবং সাধ্যমতো দান করে। এ উপলক্ষে বিপুল সংখ্যক মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়ে পূর্বপুরুষের নামে পূজা-অর্চনা করছেন।

গাজায় নিহত হামাস প্রধান,দাবি ইজরায়েলের

জেরুজালেম, ১৪ অক্টোবর(হি.স.): হামাসের সঙ্গে যুদ্ধের বড় সাফল্য পেল ইজরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী।গাজা স্ট্রিপে এয়ারস্ট্রাইকে মৃত্যু হয়েছে হামাস সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর এরিয়াল ফোর্সের প্রধানের শনিবার এমনটাই দাবি করা হল দ্য টাইমস অব ইজরায়েলের তরফে।গাজায় লাগাতার এয়ারস্ট্রাইক চালানো হচ্ছে বলে ইজরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে বিবৃতি জারি করা হয়েছে।এদিন গাজা স্ট্রিপে হামাসের সদর দফতরেও চালানো হয়।মিসাইলের আঘাতে মৃত্যু হয়েছে হামাসের এরিয়াল ফোর্সের প্রধান মুরাদ আবু মুরাদের।হামাসের আকাশপথে যাবতীয় হামলা পরিচালন করা হত এই সদর দফতর থেকে।উল্লেখ্য, ইজরায়েল-হামাসের মধ্যে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে গত সপ্তাহ থেকে তাতে হামাস জঙ্গিদের পরিচালনের দায়িত্বে ছিলেন আবু মুরাদ।হামাস কম্যান্ডো ফোর্সের প্রায় এক ডজন ঘাঁটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

জিবি হাসপাতাল

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা ও পরিকাঠামোর উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকারের লক্ষ্য রাজ্যের জনসাধারণ যাতে এই হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জিবিপি হাসপাতালের পরিষেবা কোন অংশেই কম নয়। এই হাসপাতালের একটা সুখ্যাতি রয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় জিবিপি হাসপাতালে যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসার কথা স্মরণীয় হয়ে আছে। হাসপাতালের জায়গা দান করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার মহারাজা কিরিট বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের মহতি উদ্যোগের কথাও স্মরণ করেন। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে সাম্প্রতিক কয়েকটি পদক্ষেপের উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের ৪/৫ মাস সময়ের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে সরকারি ডেন্টাল কলেজ চালু হয়েছে। নার্সিং কলেজ চালু করা হয়েছে। রাজ্য বাজেটে ১০০টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার সংস্থান রাখা হয়েছে। সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে ৫৩ কোটি টাকা বাজেটে রাখা হয়েছে। ৮ জেলায় নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্য থেকে রেফার কেইস কমে গেছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী তার অতীত স্মৃতির কথা উল্লেখ করে বলেন, জিবিপি হাসপাতালে এলে মনে হয় "ঘরে এসেছি"। এই হাসপাতালের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের অবদানের কথাও মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব সন্দীপ এস রাঠোর, জিবি হাসপাতালের সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী, এজিএমসি'র প্রিন্সিপাল ডা. অনুপ দাস, ভাইস প্রিন্সিপাল ডা. সঞ্জীব দেববর্মা প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডা. জয়ন্ত রায়। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন আয়োজক কমিটির সচিব ডা. কনক চৌধুরী। জিবিপি হাসপাতালের ডায়ালেসিস ইউনিটের জন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে ১৪টি ডায়ালেসিস মেশিন দেওয়া হয়েছে। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ম্যানেজার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্টদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. সুপ্রিয় মধ পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, স্বাস্থ্য শিক্ষা ত এইচ পি শর্মা প্রমুখ। এছাড়াও জিবিপি হাসপাতালের প্রবীণ চিকিৎসকগণও এদিনে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অধিকার চাই

● প্রথম পাতার পর

তাঁর দাবি, জনজাতিদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আগামী দিনেও আন্দোলন জারি থাকবে।এদিন প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দের্ববমন বলেন, এই আন্দোলন কাউকে মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বানানোর জন্য নয়। এই আন্দোলন ১৫ লক্ষ তিপ্রাসাদের অধিকারের লড়াই।তাঁর দাবি, বিধানসভা নির্বাচনে টিকেট না পাওয়ায় থানসা ভেঙে নতুন নতুন দল গঠন করা হলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। তাই গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবিকে দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য একত্রে লড়াই করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

আনলোডিং-র কাজ

● প্রথম পাতার পর

মজুমদার জানিয়েছেন, মহারাজগঞ্জ বাজার ও বটতলা বাজারের ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় শনিবার থেকে মাছ পরিবহণ ইয়ার্ডের মাছ লোডিং আনলোডিং-এর কাজ শুরু করা হয়েছে। আগরতলা শহরকে যানজট মুক্ত করার এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

ভাগবতের সফর ঘিরে কড়া নিরাপত্তা কাঠুয়ায়

কাঠুয়া, ১৪ অক্টোবর(হি.স.): রবিবার কাঠুয়া স্টেডিয়ামে আয়োজিত কাঠুয়া বিভাগের স্বয়ংসেবকদের একত্রীকরণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখবেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন ভাগবত। সরসঙ্ঘচালকের কাঠুয়া সফরকে সামনে রেখে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছে জেলা প্রশাসন।প্রচার বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে তিন দিনের সফরে আছেন ডক্টর ভাগবত। শনিবার জম্মুতে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি।

"চোর তৃণমূল" লেখা ফটো লাগিয়ে শ্রাদ্ধ করলেন অনুপম হাজরা

বোলপুর, ১৪ অক্টোবর (হি. স.) : "বলো হরি হরিবোল " ও "রাম নাম সত্য হে" স্লোগানে তৃণমূলের শ্রাদ্ধ করলেন বিজেপির জাতীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা। "চোর তৃণমূল" লেখা ফটো লাগিয়ে মালা পড়িয়ে সামনে গরু, কয়লা, বালি, পাথর থালায় সাজিয়ে শ্রাদ্ধ করা হল। যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। "তৃণমূল-কংগ্রেস মানুষের মন থেকে গত হয়েছে তাই শ্রাদ্ধ করলাম", বললেন অনুপম হাজরা। এদিন বোলপুরের একটি বেসরকারি হোটেলে দলীয় কর্মীদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিজেপি। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেন বিজেপির জাতীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা। দেখা গেল একটি চেয়ারে "চোর তৃণমূল" লেখা একটি ছবি। সেখানে গাঁদা ফুলের মালা পরানো। আর সামনে ধুপ কাঠি, থালায় রাখা চাল, দই আর কয়লা, বালি, পাথর। এছাড়াও, গোরুর একটি ছোট মূর্তি। এছাড়া, লেখা ছিল প্রাইমারি টেট। ফুল দিয়ে তৃণমূল প্রতীক দেওয়া ছবিতে প্রণাম করেন অনুপম হাজরা। এদিন দলীয় কর্মীদের খাওয়া-দাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়। তৃণমূলের শ্রাদ্ধতে খেয়ে যাবেন, এমনি বলতে শোনা যায় অনুপম হাজরা থেকে শুরু করে অন্যান্য বিজেপি নেতাদের। তবে বিজেপির এই কর্মকাণ্ড নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক তৈরি হয়েছে।তিনি বলেন, 'গত পাঁচ সাত বছর ধরে তৃণমূলের প্রতি মানুষ বিতশ্রদ্ধ। তাও তৃণমূল ভোট লুট করে টিকে আছে। তবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, জানতে পারবেন অনেক আগেই মানুষের মন থেকে তৃণমূল কত হয়েছে। তৃণমূলের শ্রাদ্ধ করারও কেউ নেই। আমরা করলাম।'তিনি আরও বলেন, 'হিন্দু শাস্ত্রমতে শ্রাদ্ধতে সেই মানুষটার প্রিয় খাবারগুলো রাখা হয়। তৃণমূল কয়লা, বালি, পাথর, গরু প্রাথমিকের নিয়োগের টাকা খেতে পছন্দ করে। তাই তৃণমূলের শ্রাদ্ধতে সেগুলোই সামনে রেখেছি।'এদিন বোলপুরের একটি বেসরকারি হোটেলে দলীয় কর্মীদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিজেপি। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেন বিজেপির জাতীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা। দেখা গেল একটি চেয়ারে "চোর তৃণমূল" লেখা একটি ছবি। সেখানে গাঁদা ফুলের মালা পরানো। আর সামনে ধুপ কাঠি,

থালায় রাখা চাল, দই আর কয়লা, বালি, পাথর। এছাড়াও, গোরুর একটি ছোট মূর্তি। এছাড়া, লেখা ছিল প্রাইমারি টেট। ফুল দিয়ে তৃণমূল প্রতীক দেওয়া ছবিতে প্রণাম করেন অনুপম হাজরা। এদিন দলীয় কর্মীদের খাওয়া-দাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়। তৃণমূলের শ্রাদ্ধতে খেয়ে যাবেন, এমনি বলতে শোনা যায় অনুপম হাজরা থেকে শুরু করে অন্যান্য বিজেপি নেতাদের। তবে বিজেপির এই কর্মকাণ্ড নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক তৈরি হয়েছে।তিনি বলেন, 'গত পাঁচ সাত বছর ধরে তৃণমূলের প্রতি মানুষ বিতশ্রদ্ধ। তাও তৃণমূল ভোট লুট করে টিকে আছে। তবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, জানতে পারবেন অনেক আগেই মানুষের মন থেকে তৃণমূল কত হয়েছে। তৃণমূলের শ্রাদ্ধ করারও কেউ নেই। আমরা করলাম।'তিনি আরও বলেন, 'হিন্দু শাস্ত্রমতে শ্রাদ্ধতে সেই মানুষটার প্রিয় খাবারগুলো রাখা হয়। তৃণমূল কয়লা, বালি, পাথর, গরু প্রাথমিকের নিয়োগের টাকা খেতে পছন্দ করে। তাই তৃণমূলের শ্রাদ্ধতে সেগুলোই সামনে রেখেছি।'

সাক্ষাৎকার ছাড়াই রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা পদে নিয়োগে প্রশ্ন

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর, (হি.স.): রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার দায়িত্ব পাচ্ছেন ডা. অনিরুদ্ধ নিয়োগী। যদিও তিনি এই পদের জন্য সাক্ষাৎকার দেননি। বরং এই পদের জন্য সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন অন্য ১২ জন অধ্যাপক-চিকিৎসক। তাঁদের বদলে অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটি পদে কর্মরত ডা. অনিরুদ্ধ নিয়োগীকে নিয়োগ করা হল। শনিবার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করলেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা পদ থেকে অবসর নেন ডা. দেবাশিষ ভট্টাচার্য। তার পর শূন্য পদ পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্বাস্থ্য দফতর। সেই অনুযায়ী দিন পনেরো আগে অন্তত ১২ জন সাক্ষাৎকার দেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক-প্রশাসক। এর পরই শুরু হয় জল্পনা। কে হবেন রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা?

স্বাস্থ্য দফতর তাঁদের মধ্যে কাউকে বেছে নেয়নি। বদলে ডা. অনিরুদ্ধ নিয়োগীকে নিয়োগ করা হল শূন্য পদে। ফলে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। ইতিপূর্বে তিনি সহকারী স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা পদে কাজ করেছেন। তাহলে কি তাঁর সেই অভিজ্ঞতার উপরই ভরসা রাখল স্বাস্থ্যভবন? উঠছে প্রশ্ন।স্বাস্থ্যভবন সূতের খবর, এই পদে বিজ্ঞপ্তি মেনে যাঁরা আবেদন কড়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন এনআরএস হাসপাতালের প্রিন্সিপ্যাল ডা, পীতবরণ চক্রবর্তী, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অধ্যক্ষ ডা. ইন্দ্রনীল বিশ্বাস, ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজের অধক্ষ ডা. উৎপলকুমার দাঁ, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. কৌস্তভ নায়েকের মতো একাধিক কৃতি ব্যক্তি।

মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমান জামিন পেলেন না

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.): টানা ৩দিন তল্লাশির পর শুক্রবার দুপুরেই রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় আটক হয়েছিলেন মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমান। এর পর ইডি দফতরে এনে তাকে কয়েক ঘণ্টা জেরার পর গ্রেফতার করল ইডি। ইডি। তাদের দাবি, এই দুর্নীতির জাল অনেক দূর বিস্তৃত। ইডি-র আবেদনের ভিত্তিতে বাকিবুরকে সোমবার পর্যন্ত ইডি হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। সূত্রে খবর, বয়ানে অসঙ্গতি ও তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগ। বাকিবুরের ৩টি চালকল, পানশালা, হোটেল-রেস্তোরাঁ রয়েছে। ইডি সূত্রে আরও দাবি করা হয়েছে, """বিপুল সম্পত্তি তৈরির পিছনে টাকার উৎস কী, তার সদুত্তর দিতে পারেননি বাকিবুর। তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে বাকিবুর।'

প্রসঙ্গত, রেশন বণ্টনে দুর্নীতির অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেছিল ইডি। সেই মামলায় কলকাতা লাগোয়া উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়ার মোট ১২টি জায়গায় হানা দেয় ইডি। যার অন্যতম ছিল কৈখালিতে মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমানের অভিজাত আবাসনের ফ্ল্যাট।

পাশাপাশি বাগুইআটির দশদ্রোণ এলাকায় বাকিবুরের শ্যালক অভিষেক দাসের ঠিকানাতেও হানা দেয় ইডি। ইডি সূত্রে দাবি, দুটি জায়গা থেকেই প্রচুর পরিমাণে নথি, মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। এমনকি লুকিয়ে রাখা কয়েকটি মোবাইলও উদ্ধার করেছেন অফিসাররা।

বাকিবুরের শ্যালককে জিজ্ঞাসাবাদ করেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পাওয়া গেছে বলে দাবি ইডি সূত্রে। ইডি সূত্রে দাবি, সমন জারি করে চলে এলে, বাকিবুর নাও আসতে পারেন। এমন আশঙ্কা থেকেই শুক্রবার সমন জারি করে ইডির গাড়িতে বসিয়েই ব্যবসায়ীকে নিয়ে আসা হয় সিজিও কমপ্লেক্সে।ইডি সূত্রে দাবি, ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমান অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন ব্যক্তি। রাজ্যের এক মন্ত্রীর ডান হাত হিসেবেই লোকে বাকিবুরকে চেনে। হোটেল, পানশালা, রেস্তোরাঁ ছাড়াও ৩ টি চালকলের মালিক তিনি। এখানেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার প্রশ্ন, এত টাকা বাকিবুরের কাছে এল কোথা থেকে ? বিপুল এই টাকার সঙ্গে কি কোনও দুর্নীতির যোগ রয়েছে ? যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তদন্তে নেমেছে ইডি।

বনেদি বাড়ির পুজোর তালিকায় থাকবেই রানি রাসমণির বাড়ির পুজো

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর, (হি.স.): মাকে এখানে অন্নভোগ দেওয়া হয় না। লুচি, মিষ্টি, বোঁদে ভোগ হয়। আজও পুরনো রীতি মেনে এ বাড়ির ঠাকুরদালানে বাড়ির মহিলারা প্রতিমার বাঁদিকে এবং পুরুষরা ডানদিকে দাঁড়ান। কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজো মানে সেই তালিকায় অবশ্যই থাকবে রানি রাসমণির বাড়ির পুজো।

এ বাড়িতে মা দুর্গার পুজো শুরু হয় প্রতিপদ থেকে। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, তিনদিনই কুমারীপুজো হয়। এই বাড়ির পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের নানা স্মৃতি। আগে পুজোয় সাতটি পাঁঠা বলি হলেও ১৯৯২ সাল থেকে পশুবলি বন্ধ হয়। চালকুমড়ো, আখ বলি হয়।এই পুজো রানি রাসমণির পুজো নামে পরিচিত হলেও ১৭৯৪ সালে পুজো শুরু করেছিলেন তাঁর শ্বশুর জমিদার এবং ব্যবসায়ী কৈবর্ত সম্প্রদায়ভুক্ত প্রীতিরাম মাড় (দাস)। জানবাজারের এই বাড়িটি ছাড়াও কলকাতার বেলেঘাটা, ভবানীপুর, ট্যাংরা অঞ্চলেও তাঁর অনেক বাড়ি ছিল, এ ছাড়া সাবেক পূর্ববঙ্গে জমিদারিও ছিল।পরে পুজোটি আরও কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়। প্রীতিরামের মৃত্যুর পর জমিদারি ও পুজোর সব দায়িত্ব নেন তাঁর পুত্র রাজচন্দ্র দাস। স্বামীর মৃত্যুর পর ১৮৩৭ সাল থেকে এই পুজো করেন রানি রাসমণি। সেই থেকে এই পুজো রানি রাসমণির বাড়ির পুজো নামেই প্রতিষ্ঠা পেয়ে এসেছে। রানির কোনও পুত্রসন্তান না থাকায় জামাইরাই এই বাড়িতে ছেলের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।প্রীতিরাম নির্মিত ঠাকুরদালানের প্রতিটি ইট, কাঠ, পাথরে রয়েছে ইতিহাসের ছাপ। প্রীতিরাম মাড়ের পুজোটি হয় বর্তমান ১৩ রানি রাসমণি রোডের বাড়িতে। একবার দুর্গাপুজোর সময় রাসমণির বাড়িতে রামকৃষ্ণ এসেছিলেন মহিলার বেশে। তাঁকে দেখে কেউ চিনতেই পারেননি বলে জানা যায়। সন্ধ্যারতির সময় 'সখীবেশ'-এ দুর্গাপ্রতিমাকে চামর দিয়ে বাতাস করছিলেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ।শোনা যায় পুজোর দালানে মথুরবাবু দেখেছিলেন তাঁর স্ত্রী জগদম্বাদেবীর পাশে একজন স্ত্রীলোক মাতৃপ্রতিমাকে চামর দিয়ে বাতাস করছেন। তিনি চিনতে না পারলেও ভেবেছিলেন হয়তো নিমন্ত্রিত কোনও অতিথির স্ত্রী। পরে যখন তাঁর স্ত্রীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, জগদম্বাদেবী বলেছিলেন যে, তাঁর পাশে চামর হাতে ভাবাবস্থায় ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

থাকবো না

● প্রথম পাতার পর

এবং তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ গোড়া থেকেই এনআরসি-র পক্ষে এবং সিএএ-র বিরুদ্ধে অবস্থান স্পষ্ট করে রেখেছেন। স্বাভাবিকভাবে, পড়শী রাজ্যে মঞ্চ পেয়ে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সমস্ত দুশ্চিন্তার দাওয়াই খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

ভাষণের শুরুতেই তিনি স্পষ্ট করে দেন, তিপ্রাসাদের সাথে দেখা করার জন্য তাঁর কারোর অনুমতির প্রয়োজন নেই। কারণ, নীতি-আদর্শ, চিন্তাধারায় পার্থক্য থাকতেই পারে, তবুও বৃহত্তর স্বার্থে তিপ্রাসাদের পাশে দাঁড়াতে চাইছেন তিনি। তাঁর কথায়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এই অঞ্চলের জনজাতি নেতারা মানুষের স্বার্থে দাবি উত্থাপন করেছেন। তাঁর সাফ কথা, পথ আলাদা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু, আমাদের লক্ষ্য ও ঠিকানা এক। তাঁর মতে, দাবি আদায়ে পদ্ধতি আলাদা হতে পারে, সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ঠিকই। কিন্তু, আমাদের সকলকে একটাই ঠিকানায় পৌছাতে হবে। মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অতীতে এই পবিত্র ভূমি রক্ষায় আওয়াজ উঠেছে। এমনকি, সংস্কৃতি, বিচারধারার সাথে যুব, মা ও বোনদের ভবিষ্যত রক্ষায় আওয়াজ উঠেছে। তাতে, আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিতের বিষয়টিও বাদ যায়নি। কিন্তু, আজ তার প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। তাঁর সাফ কথা, আমরা কারোর বিরুদ্ধে নই। ভারতে সকলে মিলেমিশে একসাথে থাকতে চাইছি। তাই, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত নাগরিকদের উন্নতি হোক, চাইছি। কারণ, সকলের উন্নতিতেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব হবে।

এদিন তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, আমাদের জমি কেঁড়ে নেওয়া কিংবা সংস্কৃতি, বিচারধারা বদলানোর চেষ্টা হলে মেনে নেওয়া হবে না। যুবদের সাথে মা ও বোনদের ভবিষ্যৎ নষ্টের চেষ্টা হলে চুপ থাকব না। তাঁর দাবি, ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই দেশে নেতার বদলে জনগণের আওয়াজ শক্তিশালী। তিনি বলেন, এই অঞ্চলে আলাদা আলাদা জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। একে অপরের সাথে সম্পর্কের মেলবন্ধন কেউই ভাঙ্গতে পারবে না। কিন্তু, সেই চেষ্টা হলে আমরা সকলে মিলে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব।

তিনি মনে করেন, সকলের মধ্যে একতা খুবই জরুরী। একে অপরকে সহযোগিতার ভীষণ প্রয়োজন রয়েছে। তাই, তিপ্রাসাদের দাবি নিয়ে আমাদের সকলকে মিলে আওয়াজ তুলতে হবে। প্রদ্যোতকে সাথে নিয়ে সংসদে সোচ্চার হতে হবে। তবেই, ওই সমস্যার সাংবিধানিক সমাধান খুঁজে বের করা যাবে। তাঁর সাফ কথা, একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই নয়, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের রক্ষা অন্য কেউ নয়, নিজেদেরকেই করতে হবে।

আটক দুই

● প্রথম পাতার পর

ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। এসব নেশা সামগ্রী প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশেও পাচার করা হত বলে পুলিশ জানিয়েছে। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে।উল্লেখ্য খোয়াই সীমান্তবর্তী এলাকার সহ শহর ও শহরতলীতে নেশা কারবারি ও নেশাখোরদের দৌরাত্ম মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নেশার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে বিস্তীর্ণ এলাকা। যুবসমাজ ধ্বংসের পথে ধাবিত হচ্ছে। পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা মাঝে মধ্যে নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেলেও নেশাখোরদের দৌরাত্ম পুরোপুরি বন্ধ করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। পুলিশ প্রশাসনের একার পক্ষে এ ধরনের ভয়ংকর প্রবণতা বন্ধ করা সম্ভব নয়। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন নেশার বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সামাজিক সংগঠন সহ সমাজ সচেতন সকল অংশের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। যুবসমাজ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখেই সকলকে নেশা বিরোধী অভিযানে শামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আরো জানান, রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে তার অঙ্গ হিসেবেই অপারেশন সঞ্জীবনী চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। এ ধরনের অভিযানে প্রতিনিয়তই সাফল্য পাচ্ছে পুলিশ ও প্রশাসন। এক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের সার্বিক সহযোগিতা আহ্বান করেছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক।

জাতীয় ক্রিকেটে উত্তরাখণ্ডেও ধরাশায়ী

ব্যাটিং ব্যর্থতায় ভুগছে ত্রিপুরার মেয়েরা

ত্রিপুরা-৯১ (৫০) উত্তরাখন্ড-৯২/৪(১৭.৩)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। ফলাফল ছিলো প্রত্যাশিত। দেখার ছিলো ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা কতটা লড়াই ছুড়ে দিতে পারে উত্তরাখন্ডকে। কার্যত লড়াইয়ের ছিটেফোটাও দেখা যায়নি। অশ্মিতা দাস যদি সামান্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারতেন তাহলে ত্রিপুরার স্কোর আরও শোচনীয় হতো। এছাড়া ত্রিপুরাকে ৬০ রানের গন্ডি পার করাতে মূখ্য ভূমিকা নেন উত্তরাখন্ডের বোলাররা। অনূর্ধ-১৯ বালিকাদের জাতীয় ক্রিকেটে। ইন্ডোরের এস এস ক্রিকেট মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা পরাজিত হয় ৬ উইকেটে। ত্রিপুরার গড়া মাত্র ৯১ রানের জবাবে উত্তরাখন্ড ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। আসরে আপাতত ৪ ম্যাচ খেলে মাত্র ১ টি ম্যাচে জয় এবং ৩ টি ম্যাচে পরাজিত হয় ত্রিপুরা। ৬ দলীয় 'এ' গ্রুপে আপাতত ৩ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। ১৬ অক্টোবর ত্রিপুরা আসরের শেষ ম্যাচ খেলবে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে। শনিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে চূড়ান্ত ব্যাটিং ব্যর্থতায় শুরু থেকেই খাদের কিনারায় চলে যায় ত্রিপুরা। ভাগ্যিস উত্তরাখন্ডের বোলারদের থেকে অতিরিক্ত খাতে ম্যাচের সর্বাধিক ৩১ রান পায় ত্রিপুরা। আর ওই রানের কাঁধে ভর দিয়েই ত্রিপুরা ৯১ রান করে। ত্রিপুরার পক্ষে অশ্মিতা দাস ৪০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ এবং রূপালী দেবনাথ ৫১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। ত্রিপুরার আর কোনও ব্যাটসম্যান ২২ গজে মাথা তুলে দাড়াতে পারেননি। উত্তরাখন্ডের পক্ষে কল্পনা ভর্মা ১৫ রান দিয়ে ৫ টি, সাক্ষি ১২ রান দিয়ে ২ টি এবং বৈশালী ২৩ রান দিয়ে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ১৭.৩ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় উত্তরাখন্ড। প্রাথমিক বিপর্যয়ের পর উত্তরাখন্ডকে টেনে তুলেন তানিশা ক্ষাত্রি এবং দীপিকা। তানিশা ৪৩ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ এবং দীপিকা ২৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ (অপ:) রান করেন। এছাড়া গরিমা ১০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে পারমিতা চক্রবর্তী ১৩ রান দিয়ে ২ টি, বিজয়া ঘোষ ১৪ রান দিয়ে ১ টি এবং রিফু দেববর্মা ২৬ রান দিয়ে ১ টি উইকেট পেয়েছেন। আসরে ৪ ম্যাচ খেলে উত্তরাখন্ডের পয়েন্ট ১২।

ভিনু মানকর ট্রফি জাতীয় ক্রিকেটে

নবাগত মিজোরামকে হারালো ত্রিপুরা

ত্রিপুরা-১৫৫(৪৫.১) মিজোরাম-১১৬(৩৮.১)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। নবাগত মিজোরামকে হারাতে কালো ঘাম ঝড়াতে হলো ত্রিপুরার ক্রিকেটারদের। রাজ্যদলের দুই ওপেনার দেবাংশু দত্ত এবং দ্বীপজয় দেব যদি ওপেনিং জুটিতে কড়া প্রতিরোধ গড়ে না তুলতেন তাহলে জয় পাওয়া নিয়েও সংশয় থাকতে হতো। অনূর্ধ-১৯ ভিনু মানকড় ট্রফি ক্রিকেটে। দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা জয় পায় ৩৯ রানে। সকালে ত্রিপুরার গড়া ১৫৫ রানের জবাবে মিজোরাম ১১৬ রান করতে সক্ষম হয়। ত্রিপুরার দ্বীপজয় দেব অর্ধশতরান করেন। শনিবার সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ত্রিপুরার শুরুটা ভালো হয়। দুই ওপেনার দেবাংশু এবং দ্বীপজয় শুকরুটা ভালো করেন। ওপেনিং জুটিতে দুজন ৭২ রান যোগ করে বড় স্কোর গড়ার ইঙ্গিত দেন। কিন্তু ওই দুজন আউট হতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে যায় ত্রিপুরার ইনিংস। ত্রিপুরা ৪৫.১ ওভার ব্যাট করে ১৫৫ রান করতে সক্ষম হয়। ত্রিপুরার পক্ষে দ্বীপজয় ১০০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৩ এবং দেবাংশু ৬৯ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩ রান করেন। এছাড়া ত্রিপুরার পক্ষে রোহন বিশ্বাস ২৭ বল খেলে ১৪ এবং অর্কজিৎ রায় ২৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১২ রান।

মিজোরামের পক্ষে ইশাক ১৫ রান দিয়ে ৪ টি এবং জোহান ২৩ রান দিয়ে ৩ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে মিজোরাম শুরু থেকে চাপে পড়ে যায়। ওই অবস্থায় দলকে টেনে তোলার যাবতীয় দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন ভানরোট লিঙ্গা। চাপের মুখে দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন মিজোরামের অধিনায়কটি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় পেতে পারেনি দল। মিজোরাম ৩৮.১ ওভারে ১১৬ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে ভানরোট লিঙ্গা ১০৬ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির ৬২ এবং ভালপুইয়া ২১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৫ রান। ত্রিপুরার পক্ষে অর্কজিৎ রায় ২৩ রান দিয়ে ৫ টি এবং দীপায়ন দাস ২৭ রান দিয়ে ৩ টি উইকেট দখল করেন। আসরে দ্বিতীয় ম্যাচে এসে জয়ের স্বাদ পেলো ত্রিপুরা। ১৬ অক্টোবর ত্রিপুরার তৃতীয় প্রতিপক্ষ উত্তরপ্রদেশ।

সন্তোষ ট্রফি ফুটবল, এফ-গ্রুপ

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
মহারাষ্ট্র	১	১	০	০	৮-০	৩
ত্রিপুরা	১	১	০	০	১-০	৩
লাক্ষাদ্বীপ	১	০	১	০	০-০	১
তেলেঙ্গানা	১	০	১	০	০-০	১
অন্ধ্রপ্রদেশ	১	০	০	১	০-১	০
আন্দামান	১	০	০	১	০-৮	০

ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন সংস্থার উদ্যোগে

বয়স ভিত্তিক রাজ্য প্রতিযোগিতা শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বয়স ভিত্তিক রাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।আজ, শনিবার স্থানীয় ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের ইনডোর হলে অনূর্ধ ১১ বৎসর ও অনূর্ধ ১৩ বৎসর বয়সী বালক ও বালিকা দের রাজ্য ভিত্তিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।

প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন এর প্রাক্তন সভাপতি মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের সভাপতি ডা: উৎপল চন্দ। সবাইকে স্বাগত জানান ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সঞ্জীব কুমার সাহা।

খেলা শুরু হবার আগে উপস্থিত খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হন উপস্থিত অতিথি বর্গ।

খেলটি পরিচালনা করছেন চিফ রেফারি শ্রীমতী অনুভা চৌধুরী। প্রতিযোগিতার ফলাফলে অনূর্ধ ১৩ বালক বিভাগে প্রীতদীপ দাস হারিয়েছে দীপঙ্কর সরকারকে, সপ্তর্ষী প্রতাপ রায় হারিয়েছে সাহেব সাহাকে।

অনূর্ধ ১১ বালিকা বিভাগে অঙ্কিতা শর্মা হারিয়েছে দেবাক্সী সাহা কে, নীশা কর্মকার হারিয়েছে চন্দ্রিমা পাল কে, সৃজিতা রায় হারিয়েছে অঙ্কিতা ভৌমিককে।

বালক বিভাগে রুদ্রনীল কর হারিয়েছে আয়ুশ মজুমদারকে, হর্ষিত রাপেলি হারিয়েছে চিরন্তন বিশ্বাসকে, অনুরাগ চক্রবর্তী হারিয়েছে শভ্রিক দাস কে, অনূর্ধ ১৩ বালিকা বিভাগে ইশা যশমিফা হারিয়েছে প্রিয়াংশা পাল কে, কথিকা সাহা হারিয়েছে চয়ন্তিকা দাস কে।

রাজ্যভিত্তিক অনূর্ধ ১৩ দাবা প্রতিযোগিতা আজ সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। রাজ্যভিত্তিক অনূর্ধ ১৩ দাবা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। দুদিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতা আগামীকাল শেষ হবে। অল ত্রিপুরা চেস এসোসিয়েশন আয়োজিত এবারকার টুর্নামেন্টে ওপেন বিভাগে ২৭ জন এবং বালিকা বিভাগে ১০ জন দাবারু অংশ নিয়েছে। স্থানীয় এনএসআরসিসি-তে আয়োজিত টুর্নামেন্টে ওপেন বিভাগে মোট ছয় রাউন্ডের খেলায় আজ প্রথম দিন বেলা সাড়ে দশটা থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৩ রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামীকাল হবে পরবর্তী তিন রাউন্ডের খেলা। বালিকা বিভাগে মোট চার রাউন্ডের খেলার মধ্যে আজ প্রথম দিন তিন রাউন্ডের খেলা সম্পন্ন হয়েছে। ৩ রাউন্ডের খেলা শেষে আদ্রিজা দেবনাথ আড়াই পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে। শ্রেয়শী সাহার প্রাপ্ত পয়েন্ট আড়াই হলেও ভোকলস-এ শ্রেয়সী রয়েছে দ্বিতীয় শীর্ষে। এছাড়া অঙ্কিতা সরকার, একান্তিকা সরকার ও নিলাক্ষী দেবনাথ প্রত্যেকে দুই করে পয়েন্ট পেয়ে যথাক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থানে রয়েছে। ওপেন বিভাগের তৃতীয় রাউন্ডের খেলা খবর লেখা পর্যন্ত সময়ে চলছে। দ্বিতীয় রাউন্ডের শেষে সোমরাজ সাহা, শাক্য সিংহ মোদক, প্রাঞ্জল দেবনাথ, দেবজিত দে, আয়ুস সাহা, এবং অনুরাগ ভট্টাচার্য প্রত্যেকে দুই করে পয়েন্ট পেয়ে যৌথভাবে শীর্ষে রয়েছে। অনুরাগ ভট্টাচার্য ও রুদ্র মজুমদার পেয়েছে দেড় করে পয়েন্ট। তৃতীয় রাউন্ডের শেষে আয়ুষ সাহা অনুরাগ ভট্টাচার্য ও সাক্ষ্য সিংহ মোদক জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে ৩ পয়েন্ট অর্জন করে যৌথভাবে শীর্ষে রয়েছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

নিষ্কৃতি মৃত্যু আইন সম্মত হওয়া উচিৎ শীর্ষক বিতর্ক সভা

বিতর্ক সভার বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। দিলীপ সরকার মেমোরিয়াল ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে আজ সন্ধ্যায় এক বিতর্ক সভার আয়োজন করা হয়। বিতর্ক সভার বিষয় ছিল 'নিষ্কৃতি মৃত্যু আইন সম্মত হওয়া উচিৎ'। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত এই বিতর্ক সভার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। বিতর্ক সভার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দিলীপ সরকার মেমোরিয়াল ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত বিতর্ক সভার বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময় উপযোগী। এই ধরণের বিতর্ক সভার আয়োজন অবশ্যই প্রশংসনীয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রয়াত এডভোকেট দিলীপ সরকার ছিলেন রাজ্যের একজন স্বনামধন্য আইনজীবী। দীর্ঘ ৪৯ বছর ধরে তিনি আইন পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন। বিশেষ করে তিনি ক্রিমিনাল মামলার আইনজীবী হিসেবে সুপরিচিতি ছিলেন। তিনি পারদর্শিতার সাথে মামলা পরিচালনা করতেন। প্রয়াত আইনজীবী দিলীপ সরকার ছিলেন গৌহাটি উচ্চ আদালতের আগরতলা বা'রে প্রথম মনোনীত পাবলিক প্রসিউকিউটর। রাজ্য সরকার মনোনীত ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রথম বিশেষ পাবলিক প্রসিউকিউটার হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। বিতর্ক সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক শেখর দত্ত, বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষ' ডা. কুনাল সরকার, রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান এস সি দাস। বিতর্ক সভায় বিভিন্ন পেশার ৮ জন বক্তা বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। বিতর্ক সভাটি পরিচালনা করেন ডা. কুনাল সরকার।

ভবিষ্যতে স্টেট ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ত্রিপুরার সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের আরও ব্যাপ্তি ও প্রসার ঘটবে: সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। ভবিষ্যতে স্টেট ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ত্রিপুরার সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের আরও ব্যাপ্তি ও প্রসার ঘটবে। আজ মহালয়ার শুভ পুণ্যলগ্নে স্টেট ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ত্রিপুরা (এস.ই.এ.টি)-এর উদ্যোগে মহতী সেবামূলক বস্ত্রদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে এমনটাই আশা ব্যক্ত করলেন পরিবহনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

এদিন কর্মসূচিতে ৩০০ জন দুস্থ মহিলাদের মধ্যে নতুন বস্ত্র প্রদান সহ তাঁদের মহালয়া ও আসন্ন দুর্গা পুজোর শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলের হাতে জল-মিষ্টি তুলে দিয়েছেন পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

শ্রী চৌধুরী বলেন, পূজার আনন্দে যাতে সকলে শামিল হতে পারেন, বিশেষ করে গরীব-দুঃস্থ মানুষ যাতে সুন্দর ভাবে পূজো উপভোগ করতে পারেন, তার জন্যই আজ স্টেট ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ত্রিপুরা'র এই মহতী উদ্যোগে নিয়েছে।তাছাড়া, সীট এর এই মহতী সমাজ সেবামূলক উদ্যোগকে একটি ইতিবাচক এবং মানবতার সেবায় নিবেদিত একটি মহৎ উদ্যোগ বলে উল্লেখ করে অন্যান্যদেরকেও এধরণের উদ্যোগ নিয়ে দরিদ্র-প্রবীণদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

তিনি বলেন, সীট এর সকল সম্মানিত সদস্য-সদস্যরা অনেক কষ্ট করে যে অর্থ উপার্জন করেন তার কিছু অংশ সমাজের অবহেলিত মানুষের কল্যাণ সাধনে ব্যায় করছেন যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

যুদ্ধের ছবি তুলতে গিয়ে মৃত্যু হল রয়টার্সের সাংবাদিক

লেবানন, ১৪ অক্টোবর(হি.স.): যুদ্ধের ছবি তুলতে গিয়ে লেবাননে মৃত্যু হল রয়টার্সের এক সাংবাদিকের, জখম হলেন আরও ছয় সাংবাদিক। মৃত সাংবাদিকের নাম ইসাম আবদুল্লাহ। ভিডিয়ো সাংবাদিক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন রয়টার্সে। অন্যদিকে রয়টার্সের আরও দুই সাংবাদিক, আলজজিরার ২ সাংবাদিক সহ মোট ৬ সাংবাদিকও এই হামলায় জখম হয়েছেন বলে জানা গেছে।বলা হচ্ছে, ইজরায়েলের দিক থেকে একটি মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তাতেই মৃত্যু হয়েছে ইসাম আব্দাল্লা নামে ওই সাংবাদিকের। ওই সংবাদসংস্থার আরও দুই সাংবাদিক আহত হয়েছেন। সংবাদসংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, লাইভ ভিডিয়ো সম্প্রচার চলছিল সেই সময়, ক্যামেরার পিছনে ছিলেন ওই সাংবাদিক।ইজরায়েলের একেবারে সীমান্ত ঘেঁষে থাকা দক্ষিণ লেবাননের আলমা আল-সাহাব থেকে কাজ করছিলেন ওই সাংবাদিক। ছিলেন অন্যান্য সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকরাও। সেখানেই আচমকা মিসাইল এসে পড়ে। এই ঘটনার দায় ইজরায়েলের ওপরেই চাপিয়েছেন লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নাজিব মিকাটি। ইজরায়েলের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি।রাষ্ট্রসঙ্ঘে ইজরায়েলের প্রতিনিধি গিলাড এর্দান শুক্রবার এই প্রসঙ্গে বলেন, "আমরা কখনও কোনও সাংবাদিককে মারতে চাই না। কিন্তু এটা যুদ্ধ পরিস্থিতি। এখানে এই ধরনের ঘটনা ঘটে যেতে পারে।"সংবাদসংস্থা রয়টার্স ওই সাংবাদিকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে। রয়টার্স জানিয়েছে লাইভ ভিডিয়ো সিগন্যাল দেওয়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন ইসাম আব্দাল্লা। একটি পাহাড়ের পাশে বসানো ছিল ক্যামেরা। আচমকা তাতে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়, ক্যামেরা কেঁপে ওঠে। তারপর দেখা যায় প্রবল ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে চারপাশ আর তার মধ্যে থেকে ভেসে আসছে বিস্ফোরণের শব্দ। ওই সংস্থারই আরও দুই সাংবাদিক থায়ের আল সুদানি ও মাহের নাজেও আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা সাংবাদিক মাহের নাজে জানিয়েছেন, মিসাইল হানার ছবি ক্যামেরাবন্দি করার চেষ্টা করছিল সংবাদমাধ্যমগুলি। আর একটি নীচু পাথরের ওপর তখন বসেছিলেন ইসাম। আচমকা মিসাইলের আঘাতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। এরপর আরও একটি মিসাইল আঘাত করে ওই সাংবাদিকদেরই গাড়িতে। তবে ওই মিসাইল ইজরায়েল নিক্ষেপ করেছিল কি না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত নয় সংবাদসংস্থা।

কমলাসাগর চা বাগিচায় স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ অক্টোবর।। শনিবার মা ঊষা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় কমলা সাগর চা বাগিচার শ্রমিকদের মধ্যে এক মেগা স্বাস্থ্য শিবির।উক্ত শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান আইনজীবী সমীর রঞ্জন ঘোষ, বিজেপির প্রদেশ মিডিয়া ইনচার্জ সুনীত সরকার প্রমুখ। চিকিৎসকরা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরিক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ করেন। এছাড়া এদিন শ্রমিকদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। তাছাড়া নবনিযুক্ত চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান আইনজীবী সমীর রঞ্জন ঘোষকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন বাগিচার চা শ্রমিকেরা। চেয়ারম্যান সমীর রঞ্জন ঘোষ বলেন চা শ্রমিক পরিবারগুলোর আর্থিক সামাজিক বিকাশে কাজ করছে সরকার। দীর্ঘদিন তারা মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু বিজেপির সরকার চা বাগিচায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা পানীয় জল, বিদ্যুৎ আবাসন সবকিছু পৌঁছে দিয়েছে। এমনকি চা শ্রমিক পরিবারগুলোকে সরকার জমি দিচ্ছে বাড়ি করার জন্য। এবারের পুজা বোনাস ইতিমধ্যে পেয়ে গিয়েছে শ্রমিকরা। উৎসবের দিনগুলোতে চা শ্রমিকেরা আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠুক এই প্রত্যাশা করেন মা ঊষা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট।

অশ্বিনী চৌধুরী পাড়ার বিভিন্ন সমস্যা দেখলেন বাম বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৪ অক্টোবর।। বিলোনিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অশ্বিনী চৌধুরী পাড়ার উন্নয়নের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ও জনগণের সমস্যার কথা জানতে ছুটে যান বাম বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, এই পাড়ার জনগণ বিভিন্ন সমস্যা জর্জরিত হয়ে আছে এই খবর পেয়ে আজ বিকেল পাঁচটায় সিআইটিইউ বিলোনিয়া মহকুমার সম্পাদক বিজয় তিলক, মহকুমা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য আশুতোষ দেবনাথ, ডিওয়াই এফ আই সম্পাদক মধুসূদন দত্ত সহ আরো অন্যান্য নেতৃত্বদের সাথে নিয়ে গেলেন এই বাম বিধায়ক, সেখানে গিয়ে তিনি বিভিন্ন চলার অযোগ্য রাস্তা পরিদর্শন করার পর জনগণের সাথে কথা বলে অশ্বিনী পাড়ার বিভিন্ন সমস্যার কথা জানতে পারেন, এই অশ্বিনী পাড়া উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা ,বাম বিধায়ক দীপঙ্কর সেনকে কাছে পেয়ে এই পাড়ার জনগণ, গ্যাং বাজার বি বি রোড থেকে অশ্বিনী পাড়া উপজাতি বসতি এলাকার ঞ্চঢঙ্গ রোডটি ক্যারপেটিং, গ্যাং বাজার চৌমুহনীতে একটি যাত্রী সেড, আশ্বিনী পাড়া স্কুল সংলগ্ন স্থানে একটি পানীয় জলের ডিপ টিউবয়েলের ও পাইপ লাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহের জন্য দাবী জানান বিধায়ক দীপংকর সেন এর কাছে, বিধায়ক দপ্তরের সঙ্গে কথা বলবেন বলে আশ্বস্ত করেন অশ্বিনী পাড়ার জনগণকে।

সিবিএসই এর স্বীকৃতি পেল ধর্মনগরের নর্থ পয়েন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৪ অক্টোবর।। সিবিএসই এর স্বীকৃতি পেল ধর্মনগরের নর্থ পয়েন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। এই স্বীকৃতি মাধ্যমিক স্তর এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের জন্য দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৯১ সালের ১৬ই জুন ধর্মনগরে নর্থ পয়েন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলটি শুরু হয়েছিল। তারপর বহুকাল কেটে গেছে। অনেক ঝড় ঝাপটার পরও প্রত্যেকবার বোর্ডের পরীক্ষার ফলাফলে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। বর্তমানে সর্বভারতীয় স্তরে সিবিএসই বিদ্যালয় না হলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতে একটা বড় বাধার সৃষ্টি হয়। তাই স্কুল কর্তৃপক্ষ সিবিএসই ক্যাটাগরির প্রতিটি শর্ত পূরণ করে আবেদন করেছিল। সেই আবেদনে একটি কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল এসে স্কুলটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে অক্টোবরে ১২ তারিখ ২০২৩ সিবিএসই স্বীকৃতি প্রদান করল। এই স্বীকৃতি মাধ্যমিক স্তর এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের জন্য দেওয়া হয়েছে।

তা নিয়ে শনিবার দুপুর বারোটায় নর্থপয়েন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কর্তৃপক্ষ এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে, তাদের সিবিএসই এর স্বীকৃতির ঘোষণা দেয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শশাঙ্কশেখর দাস, স্কুল কমিটির চেয়ারম্যান ডক্টর রজত ভট্টাচার্য, স্কুল কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান দেবব্রত চক্রবর্তী এবং স্কুল কমিটির সম্পাদক দেবময় ভট্টাচার্য। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্কুল কমিটির কোষাধক্ষ্য রাহুল বন্দোপাধ্যায়।

বর্তমানে সিবিএসই স্বীকৃতি প্রাপকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অত্যাধুনিক ক্রাইটেরিয়া পূরণ করলে তবে স্বীকৃতি পাওয়া যায়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতিটি ক্রাইটেরিয়া পূরণ করে এই স্বীকৃতির অধিকারী হয়। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে ৪২৪ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এ বছরের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৮ শতাংশ কৃতকার্য হয়েছে। তার মধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ত্রিপুরা বোর্ডের মেধার তালিকায় তৃতীয় স্থানটি এই বিদ্যালয়ের দখলে। এই বিদ্যালয়ে এখন ৩৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা, চারজন অফিসিয়াল, চারজন অফিসিয়াল, চারজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, একজন নাইটগার্ড এবং একাডেমি কাউন্সিলর হিসাবে দীপঙ্কর গুপ্ত রয়েছেন। ট্রাস্ট এর চারজন সদস্য প্রতিদিন স্কুলের পঠন পাঠন সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছেন। তাদের এই কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বিদ্যালয়ে একটি ভালো ফলাফল বোর্ডের পরীক্ষায় হচ্ছে বলে জানান অধ্যক্ষ শশাঙ্ক শেখর দাস।

সিকিমের বন্যায় ৭৮৮ কোটি টাকা ক্ষতি : পিএনএইচসি

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর (হি.স.) : পিএনএইচসি জানিয়েছে সিকিমে বন্যার ফলে ৭৮৮ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। জলবিদ্যুৎ কোম্পানি এনএইচপিসি শনিবার জানিয়েছে, তারা সিকিমে বন্যার কারণে প্রায় ৭৮৮ কোটি টাকা ক্ষতির প্রমাণ পেয়েছে। জিনিষপত্রের ক্ষতি হয়েছে ২৯৭ কোটি টাকা এবং ব্যবসায়িক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ৪৯১ কোটি টাকা। স্টক এক্সচেঞ্জকে পিএনএইচসি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য জানিয়েছে। তিস্তা অববাহিকায় অবস্থিত পাওয়ার স্টেশন প্রকল্পগুলি এই অঞ্চলে আকস্মিক বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।সিকিমে হিমালয়ের লোনাক হিমবাহ ৩ অক্টোবরে ফেটে যায়। তারফলে হ্রদের এক পাশ ভেঙ্গে তিস্তার জলস্তর বৃদ্ধি পায়। জল বেড়ে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলকে প্লাবিত করে। যার ফলস্বরূপ কয়েক ডজন মানুষের মৃত্যু হয়। হাজার হাজার পর্যটক আটকে পড়ে। আকস্মিক বন্যার কারণে সিকিম রাজ্যের ব্যপক ক্ষতি হয়। বহু রাস্তা, ফুটব্রিজ ভেঙে পড়ে।

উৎসব ঃ ১২ নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ট্যুরিস্ট হাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। আসন্ন দূর্গোৎসব, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ও দীপাবলি উপলক্ষে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত উইকেন্ড টুরিস্ট হাব আজ থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। পর্যটন দপ্তর থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানানো হয়েছে। তবে, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের অন্যান্য কার্য্যক্রম যথা মিউজিয়াম এবং লাইট এন্ড সাউন্ড শো যথারীতি পূর্বের ন্যায় চালু থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিলোনিয়ায় মহালয়া উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৪ অক্টোবর।। বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের চন্ডী পাঠের মধ্যে দিয়ে মহালয়ার পূন্য লগ্নে দেবী দশভূজার আগমনী বার্তা যখন আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে সে শুভ দিনে কঁচি কাঁচাদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ইয়ূথ ক্লাব এন্ড প্লে সেন্টার, চুয়াল্লিশ তম দূর্গোৎসব কে স্মরনীয় করে রাখতে নানা ধরনের সামাজিক কর্মসূচি হাতে নেয় বনকর ইয়ূথ ক্লাব এন্ড প্লে সেন্টার,সেই লক্ষ্যে শনিবার সকাল আটটায় বিলোনীয়া বনকর উত্তর বিলোনিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এইদিনের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, বিলোনিয়া মুহুরী নদীর উত্তরপাড়ে ইয়ুথ ক্লাব এন্ড প্লে সেন্টারের উদ্যোগে চারটি বিভাগে আয়োজিত হয় এই বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, বিলোনিয়ার বিভিন্ন নার্সারি থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কচিকাঁচা ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে - নার্সারিবিভাগে যেমন খুশি, প্রথম, দ্বিতীয়, শ্রেনী শীতের সকাল,তৃতীয়, পঞ্চম, ছিল স্বচ্ছ অভিযান, ও অষ্টম শ্রেণির ছিল তোমার দেখা শ্রেষ্ঠ দুর্গোৎসব, এ চারটি থিমে এইদিনের বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় ছাত্র ছাত্রীরা অংশ গ্রহন করে, ইয়ুথ ক্লাব এন্ড প্লে সেন্টার দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে রক্তদান শিবির ও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আজ মহালয়ার পূর্ণ লগ্নে আয়োজন করা হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, এইদিন ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানান মহা পঞ্চমীর পূর্ণ লগ্নে মন্ডলের শুভ দ্বারোদঘাটন, এবং পূজার প্রতিটি দিনে থাকছে বিভিন্ন শিল্পীদের পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বস্ত্র দানের মত কর্মসূচি,মহালয়া উপলক্ষে আজ বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় চারটি বিভাগে মোট ১৩০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে, পূজো উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সকল দর্শনার্থী ও বিলোনিয়া বাসীদের সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়, এইদিনের বসে আঁকো প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

আর্ট প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটি অনুমোদিত একলব্য আর্ট একাডেমীর উদ্যোগে শনিবার মহালয়ার পুন্য লগ্নে মেগা আর্ট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন গন্ডাছড়া দুর্গাবাড়ি প্রাঙ্গনে মেগা আর্ট প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করেছেন ডুম্বুরনগর বিদ্যালয় পরিদর্শক তৈসা মগ।তাছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গন্ডাছড়া বিদ্যাজ্যোতি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ভাইস প্রিন্সিপাল খজেন্দ্র ত্রিপুরা, বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক সমূল্য চন্দ্র বিশ্বাস, সমাজসেবী আদিত্যি সরকার, সমীর রঞ্জন ত্রিপুরা, গোপাল সরকার, সজল মল্লিক, গীতা ঘোষ, গন্ডাছড়া মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তরুণ দেবনাথ, একলব্য আর্ট একাডেমীর অঙ্কন শিক্ষক মনীন্দ্র সরকার, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুবোধ চন্দ্র সরকার।এদিন প্রায় ২০০ জন অঙ্কন শিল্পী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিযোগিতা শেষে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অর্জনকারীদের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের হাতে তেজশ্রীতা মোটরস এর পক্ষ থেকে একটি করে পেন্সিল বক্স তুলে দেওয়া হয়। মেগা আর্ট প্রতিযোগিতা'কে ঘিরে মহকুমা এলাকার খুদে অঙ্কন শিল্পীদের মধ্যে ব্যাপক সারা লক্ষ্য করা যায়।

ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে রক্তদান উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ অক্টোবর।। আজ মহালয়ার পুণ্যলগ্নে মহারাজগঞ্জ বাজার সব্জী ব্যাবসায়ী সমিতির উদ্যোগে রক্তদান উৎসবের আয়োজন জরা হয়েছে। এইদিনের রক্তদান উৎসবে অংশগ্রহণ করেছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

এদিন শ্রী ভট্টাচার্য্য বলেন, ২০১৮ সালের পর থেকে মানুষের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে। সমাজসেবায় মানুষ দিন দিন এগিয়ে আসছেন।এদিন রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন মহারাজগঞ্জ সবজি বাজার ব্যবসায়ী সমিতি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন। সব্জী ব্যাবসায়ী সমিতির সমাজ সেবায় এগিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

উদয়পুরে হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির উদ্যোগে শাড়ি এবং কম্বল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৪ অক্টোবর।। শারদোৎসবকে সামনে রেখে সামাজিক কর্মকাণ্ডের অঙ্গ হিসেবে শনিবার মহালয়ার দিনে উদয়পুর জামজুরি স্থিত নতুন ভাবে গড়া উঠা সহমর্মী বৃদ্ধাশ্রয়ের মায়েদের হাতে শাড়ি এবং কম্বল তুলে দেন হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির সদস্যরা। অনাড়ম্বর এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৃদ্ধ মায়েদের হাতে এই বস্ত্রগুলি তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাকরাবন শালগড়া কেন্দ্রের বিধায়ক জীতেন মজুমদার, গোমতী জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি দেবল দেবরায়, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার, কাকরাবন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সুপ্রিয়া সাহা, কাকরাবন কৃষি তত্ত্বাবধায়ক রাজু মজুমদার, সমাজসেবী রাকেশ শীল, হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির সভাপতি জয়দীপ পোদ্দার, সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা প্রজ্জ্বলিকা ভৌমিক, সংস্থার সহ সভানেত্রী সিমপ্লী মজুমদার, সম্পাদিকা রুচিরা সাহা, সহ সম্পাদক জয়ন্ত দাস, কোষাধ্যক্ষ শুভ্র শেখর নাগ, প্রসেনজিৎ দাস সহ সংস্থার সদস্য সদস্যারা সহ বিশিষ্ট জনেরা। উল্লেখ্য, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অবিভক্ত দক্ষিন জেলার মধ্যে বড়াবড়ই এগিয়ে হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির সদস্যরা। বছরের প্রতিনিয়তই সামাজিক কর্মকাণ্ড করে থাকে সংস্থার সদস্যারা। হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান সহমর্মী বৃদ্ধাশ্রয় কর্তৃপক্ষ সহ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ জনগণ। সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে আগামীদিনেও হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির উদ্যোগে এই ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ড করা হবে বলে এদিন জানান সংস্থার সভাপতি জয়দীপ পোদ্দার।

নাগিছড়াস্থিত মাছ পরিবহন ইয়ার্ডে লোডিং আনলোডিং এর সূচনা করেন মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।